বোনদের সমীপে

পুষ্পিত সওগাত

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

নানান শখের পেছনে পড়ে মুসলিম নারীরা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। পর্দা ও লজ্জার বলয় ভাঙার জোয়ার যেন আজ চারদিকে উপচে পড়ছে। ফ্যাশন আর সাজগোজই হয়ে উঠেছে মুসলিম নারীদের ধ্যানজ্ঞান। নানান ব্র্যান্ডের দামি দামি পারফিউম, রংবেরঙের জামা ও জুতার সাগরে তারা যেন হাবুডুবো খাচ্ছে। নতুন পণ্যের মনকাড়া বিজ্ঞাপন দেখে তারা গুলিয়ে ফেলে কোনটা তাদের আসলেই প্রয়োজন আর কোনটি নিছক বিলাসিতা। প্রতিদিন মার্কেটে নতুন নতুন কসমেটিক্স ও প্রসাধনী আসছে। তাই নারীদের চোখেও আর ঘুম নেই। দিনের এক বিরাট অংশ তাদের চলে যায় মার্কেট পরিক্রমায়। অপচয় আর অপব্যয় যেন তাদের জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ।

ইমান ও আমলের কোনো চিন্তাই তাদের মনে জাগে না। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের কোনো কার্যক্রমই দৃশ্যমান নয় তাদের জীবনযাত্রায়। সালাত, তিলাওয়াত, আজকার, সদাকা ইত্যাদির কোনো খবরই যেন তাদের নেই। তাদের শখ জনপ্রিয় মডেলদের অনুকরণ করা এবং নিত্যনতুন ফ্যাশনের আপডেট রাখা।

কিন্তু এই গোমরাহির আঁধারের মাঝেও কিছু পুণ্যময়ী নারী এমন আছে, যাদের জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ উল্টোধারায় প্রবাহিত। তারা কখনোই বোরকা বা হিজাব ছাড়া বাইরে বের হয় না। স্বামী ছাড়া অন্য কারও সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না। অভিনয়ের নামে বেশ্যাগিরি করে বেড়ানো মডেলদের তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তাদের আদর্শ হলিউড-বলিউডের কোনো নগ্ন নর্তকী নয়; বরং তাঁদের আদর্শ হলো ফাতিমা, আয়িশা ও আসমার মতো জান্নাতি নারীরা।...

বোনদের সমীপে
পুষ্পিত সওগাত

না জ রা না

'আয়িশা, ফাতিমা ও আসমার যত উত্তরসূরি'

ললাটে যাদের ঝলমল করে ইমান ও আমলের দ্যুতি; কর্মমুখর জীবনভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে ওঠে সোনালি যুগের নির্মল দৃশ্য।

উম্মাহর গর্ব সেই সব আলোকিত বোনদের সমীপে পুষ্পিত সওগাত— আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের একঝাঁক কল্যাণ-প্রকল্প। এসব দ্বীনি কর্মসূচি সেই সব উদ্যমী বোনের জন্য সামান্যই, যারা নীরবে কাজ করে যায়; ঝেঁটিয়ে বিদায় করে যত আলস্য ও জড়িমা; আমলের ব্যস্ততায় যাদের কপালে ঝলমল করে বিন্দু বিন্দু রূপালি ঘাম। তাদের চঞ্চল পদযুগল কখনো অবসন্ন হয় না, নেতিয়ে পড়ে না কর্মময় দুটি হাত, আড়ষ্ট হয় না জিকির-সিক্ত জবান।

কথায় ও কাজে তারা ধারণ করে দ্বীনের ফিকির। উম্মাহর কল্যাণচিন্তা তাদের সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। দরদভরা হৃদয়ে তারা নিরন্তর দুআ করে যায়—

'আল্লাহ, ইসলামকে বিজয় দাও।

মুসলিম উম্মাহকে তুমি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করো।'

তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তারা জানে, তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি— তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। তারা জানে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে অনাগত দিনগুলোর জন্য...

– আব্দুল মালিক আল-কাসিম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ গবেষক ও দায়ি শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত হয়েছেন। তার দাওয়াহ ও আত্মশুদ্ধিমূলক বইগুলো ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। উপকৃত হয়েছে হাজারো মানুষ। তার লেখার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক, অনুপম ভাষাভঙ্গি ও অপূর্ব রচনাশৈলী সহজেই রেখাপাত করে পাঠক-হৃদয়ে।

শাইখের রচনা মানে নতুন কিছু। 'বোনদের সমীপে পুষ্পিত সওগাত' বইটির ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি সত্য। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা (غراس السنابل)-এর ছায়ানুবাদ। বাংলা ভাষায় মুসলিম মা-বোনদের জন্য এমন উদ্দীপনামূলক (Motivational) দ্বীনি বই নেই বললেই চলে। অসাধারণ সব দাওয়াহ-প্রকল্প, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের রকমারি কর্মসূচি, দ্বীনের রঙে জীবনকে রঙিন করার গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং কল্যাণের পথে উঠে আসার অভিনব সব আইডিয়াসহ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের কল্যাণধর্মী নানান পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে।

শাইখের দায়িসুলভ মেধা ও প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছে বইটির পাতায় পাতায়। উম্মাহর কল্যাণ-ভাবনা তাকে কতটা পীড়িত করে, তারও ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় বইটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, উম্মতের প্রতি তার এই সুগভীর ভালোবাসা তিনি চারিয়ে দিতে চেয়েছেন তরুণ পাঠকদের হৃদয়ে—চেষ্টা করেছেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে তাদের নিয়োজিত করতে।

শাইখের ঠিক এই ধরনের আরেকটি বই আমরা অনুবাদ করেছিলাম 'আছে কোনো অভিযাত্রী?' নামে। বইটি ছিল মুসলিম তরুণদের নিয়ে। এটিও রুহামা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটির অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বলে রাখা দরকার মনে করছি। বইটিকে যদিও আমরা শাইখের (غراس السنابل) বইটির ছায়ানুবাদ বলছি; কিন্তু আসলে অনুবাদ করতে গিয়ে এখানে আমাদের অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে। কারণ আরবের লোক হওয়ার কারণে তিনি কথাগুলো লিখেছেন আরব নারীদের উদ্দেশ্য করে। তাই স্বভাবতই এখানে উঠে এসেছে আরবসমাজের কথা। এখানে যেসব দাওয়াহ-প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, দাওয়াহর যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে, যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা পেশ করা হয়েছে এককথায় সবগুলোই আশি কি নব্বইয়ের দশকের আরব নারীসমাজকে সামনে রেখে। ফলে এখানে দুটি পয়েন্ট বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১. আশি কি নব্বইয়ের দশকের আরবের সামাজিক দৃশ্যপট ও বাংলাদেশের বর্তমান সমাজবাস্তবতার মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

২. আরব নারীসমাজের সঙ্গে বাঙালি নারীসমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবধান অনেক।

তাই বইটি হুবহু অনুবাদ করলে বাঙালি মা-বোনদের কাছে শাইখের দাওয়াহ-প্রকল্পগুলো অবাস্তব ও অপ্রায়োগিক মনে হতো। এই জন্য আমরা পুরো বইটিকে এদেশের সমাজবাস্তবতার আলোকে বাঙালি মা-বোনদের উপযোগী করে সাজিয়ে নিয়েছি। ফলে বইটি হুবহু অনুবাদ না হয়ে আরব শাইখের ধাঁচ অনুসরণ করে কোনো বাঙালি লেখকের লেখা স্বতন্ত্র একটি বইয়ের মতো হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো সুন্দর পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রামাণ্য সংশোধনী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

বইটি নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কথা শাইখ ভূমিকাতে নিজেই বলেছেন। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেওয়ার জন্য আপনাদের কাছ থেকে কিছু সময় নিলাম। দুআ করি, আল্লাহ আমাদের এই ছোট্ট মেহনতটিকে কবুল করুন। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

দুআ কামনায়
'আমীমুল ইহসান'
২৫ জুন, ২০২১ ইসায়ি

সূচিপত্র

শুরুর কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَائِلِ : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِيْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَجَاهَدَ فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ।' দাওয়াহর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়, সমাজ সংহত ও সংশোধিত হয়। আর দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও দ্বীনের প্রসারে মুসলিম নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ নারী হলো পুরুষের জননী—বীর গড়ার কারিগর। নারীর হাতেই তরবিয়ত লাভ করে গোটা প্রজন্ম। মানবকল্যাণে রয়েছে তার নির্ধারিত অংশ; দাওয়াহর অঙ্গনেও তার পদচারণা অনিবার্য। তার চেষ্টা ও সাধনার জলসিঞ্চনে মাথা তোলে উম্মাহর প্রত্যাশার অঙ্কুর—জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সুখ ও সমৃদ্ধির আলোকিত ভোর।

এমন মুসলিম বোনদের জন্যই আমরা আমলের খেত থেকে সংগ্রহ করেছি অনেকগুলো শিষ; যেখান থেকে তারা ফুল-ফসল সংগ্রহ করবে। এই সবুজ ফসল তাদেরই কোনো বোনই চাষ করেছে পরম মমতায়। এই পুষ্পিত সওগাত মূলত নেককার নারীদের পুণ্যবতী উত্তরসূরিদের জন্য দাওয়াহ-প্রকল্পের নমুনা, যারা আখিরাতের রাজপথে যাত্রা করেছে এবং জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ এই প্রকল্পগুলো মুসলিম বোনদের হৃদয়ে আমলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাবে। বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে আমরা প্রকল্পগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট পয়েন্টে বিন্যস্ত করেছি এবং মোটিভেশন ও রিমাইন্ডার আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছি।

আমরা বলছি না, এই দাওয়াহ-প্রকল্পগুলোর বাইরে দাওয়াহর আর কোনো কর্মসূচি নেই। বস্তুত এমনটি দাবি করার কোনো সুযোগও নেই। আমরা কেবল মুসলিম বোনদের জন্য কিছু নমুনা পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে রয়েছে নানান চড়াই-উতরাই ও হাজারো বাধাবিপত্তি। যদিও এসব বাধা চলার পথে বিঘ্ন ঘটায়; কিন্তু মুসলিম নারীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারে না। বরং এতে তার আমলের সাওয়াব আরও বেড়ে যায়।

সুতরাং হে মুসলিম বোন!

ছুড়ে ফেলুন অলসতার চাদর। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে স্বাগত জানান আপনার আগামী দিনগুলোকে। সময়ের উর্বর ভূমিতে রোপণ করুন আমলের বীজ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ ও নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের তাওফিক দিন। আমাদেরকে পরিপূর্ণ সাওয়াব ও প্রতিদান দান করুন। সবাইকে জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করান এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম

বন্ধন

পুণ্যময়ী তরুণী খেয়াল করে, তার এক বান্ধবী অনেক দিন থেকে মাদরাসায় আসে না। অথচ সে নিয়মিত ছাত্রীদের একজন। বিষয়টির দিকে সে বান্ধবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই বলে, 'ঠিকই তো! অনেক দিন থেকে মাইমুনা মাদরাসায় আসে না।'

'মাইমুনাদের প্রতিবেশী কোনো ছাত্রী কি নেই আমাদের মাদরাসায়?'—একজন জানতে চায়।

'আমাদের ক্লাসে তো কেউ নেই, সে একাকীই আসে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পথ খুঁজে বের করব'—পুণ্যময়ী তরুণী বলে।

পরের দিন সে বান্ধবীদের বলে, 'মাইমুনার বাড়ির ফোন নাম্বার আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তার আম্মুর সঙ্গে কথাও হয়েছে। সে নাকি মারাত্মক অসুস্থ। চলো, আমরা তাকে দেখতে যাই।'

সেদিন ক্লাস শেষে পুণ্যময়ী তরুণী আরও কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে মাইমুনার বাড়ি যায়।

মাইমুনাকে দেখে চমকে ওঠে সবাই। কী চেহারা হয়েছে তার! চেনাই যাচ্ছে না। শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিও যেন নেই তার। অনেক কষ্টে সে জানায়, এক সপ্তাহ ধরে সে খুবই অসুস্থ। খানাপিনাও সে খেতে পারে না।

- তো ডাক্তার দেখাওনি? আব্বু তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাননি?

মাইমুনা নির্বাক চেয়ে থাকে। যেন সে প্রশ্নটি শুনতেই পায়নি। মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা বুঝতে পারে, তার আব্বু বেশ গরিব। তাই চিকিৎসা করার মতো সামর্থ্য তার নেই। সব শুনে বান্ধবীরা সবাই পরামর্শ করে। মাদরাসায় গিয়ে তারা মাইমুনার জন্য একটি ছোট্ট ফান্ড করার ঘোষণা দেয়। ক্লাসের ছাত্রীরা এমনকি শিক্ষিকারাও এগিয়ে আসেন। মাইমুনার চিকিৎসার জন্য বড় একটি অঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

মাদরাসার পাশের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয় মাইমুনা। পুণ্যময়ী তরুণী বান্ধবীদের নিয়ে প্রায়ই তাকে দেখতে যায়। তাকে সাহস দেয়; সবর করার পরামর্শ দেয়।

প্রথম দিকে মাইমুনা খুবই মনমরা হয়ে ছিল। কিন্তু পুণ্যময়ী বান্ধবীর সাহচর্যে সে নতুন মানুষে পরিণত হয়। সে এখন এই রোগকে আল্লাহর রহমত মনে করে। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

'মুমিন যে মুসিবতেই পতিত হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করেন—এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও।'[১]

ক্যান্সার ধরা পড়ে মাইমুনার। ডাক্তাররা তার জীবনের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে বলে, 'রিপোর্টমতে মাইমুনা আর বড় জোর একমাস বাঁচতে পারে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।'

বান্ধবীদের মাঝে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সবাই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মাদরাসার সবাই মাইমুনার জন্য দুআ করতে থাকে। কিন্তু মাইমুনার অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা যায় না। পুণ্যময়ী তরুণী তার বান্ধবীর জন্য নীরবে

---

১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪০।

অশ্রু ঝরায়। প্রতিদিন কিছু সময় তার শিয়রে গিয়ে বসে থাকে। তার ইমান-আমলের খবর নেয়। তাকে বলে, 'মানুষের জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত। কার ডাক কখন এসে যায় বলা যায় না। আমাদের বান্ধবী ফারজানার কথা মনে আছে তোর? সুস্থ অবস্থায়ই সে আল্লাহর কাছে চলে যায়। তাই আমাদের উচিত সব সময় তাওবা করতে থাকা। নিজেদের ইমান-আমলের মুহাসাবা করা।'

মাইমুনা মনোযোগ দিয়ে শোনে। বান্ধবীর কথা শুনে কেমন যেন চমকে ওঠে। মনে মনে কী যেন বোঝার চেষ্টা করে।

পুণ্যময়ী তরুণী তাকে প্রতিদিন সময় দেয়। যেন সে ধীরে ধীরে তাকে আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য প্রস্তুত করছে। মাইমুনাও সালাতে গভীর মনোযোগ দিতে শুরু করে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে সে জিকির ছাড়া একটি মুহূর্তও পার করে না। তাহাজ্জুদ পড়ে সে প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দুআ করে। গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

একদিন মাইমুনা পুণ্যময়ী তরুণীকে বলে, 'আফিফাহ, আমার শরীর অনেক খারাপ। দিনদিন বোধহয় আমার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কিন্তু আমার মনটা ইদানীং অনেক প্রশান্ত হয়ে আছে। ঘুমালেই অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখছি।'

জুমআবার দিন মাদরাসা বন্ধ ছিল। শনিবার পারিবারিক একটি ব্যস্ততায় সে মাদরাসায় যেতে পারেনি। রবিবার যখন সে মাদরাসায় যায়, শুনতে পায় মাইমুনাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

ক্লাস শেষ হতে না হতেই সে হাসপাতালে মাইমুনার কাছে ছুটে যায়। মাইমুনার আম্মুর কান্নাবিজড়িত কণ্ঠ শুনে ধক করে ওঠে তার বুক। কাছে যেতেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আফিফাহ! গত দুইদিন মাইমুনা তোমাকে অনেক মিস করেছে। শেষ বারের মতো চোখ বন্ধ করার আগে সে আমাকে কানে কানে বলেছে, "মা, আফিফাহকে বোলো, তাকে আমি অনেক ভালোবাসি। সে-ই আমাকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে।"'

কল্যাণময়ী নারী

যৌবনের প্রাণরসে ভরপুর এক তরুণী—চারদিকে ছড়িয়ে দেয় উদ্যম ও সাহসের আলো। বয়স এখনো তার সতেরো পেরোয়নি। হৃদয় জুড়ে আছে উম্মাহ ও দাওয়াহর ফিকির। দুচোখে তার জেগে থাকে একরাশ স্বপ্ন—আসমানের বিশালতায় একদিন পতপত করে উড়বে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর কালিমাখচিত পতাকা। দাওয়াহ ইলাল্লাহই তার ধ্যান-জ্ঞান। কোথায় কখন দ্বীনি মজলিশ হবে, কোন শাইখের বয়ান কোথায় হবে ইত্যাদি তার নখদর্পণে। কুরআন হিফজের প্রতি তার নিবিড় মনোযোগ।

প্রজাপতির মতো সদা চঞ্চল তার জীবন। কখনো সহপাঠীদেরকে নাসিহা করে—সুন্দর পরামর্শ দেয়; আবার কখনো বান্ধবীদেরকে হিফজুল কুরআনের মজলিশে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে; অন্যায় দেখলে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না—সাধ্যমতো তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। সর্বত্রই তার সতর্ক বিচরণ। এমনকি তার মাদরাসার শিক্ষিকাগণও তার দাওয়াহর আওতায় থাকে। আল্লাহু আকবার! সব সময় সে মগ্ন থাকে কোনো না কোনো ইবাদতে।

একদিন সে লক্ষ করে, তাদের মাদরাসার প্রধান শিক্ষিকা পায়ে মোজা পরেন না। এতে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ অনেক শিক্ষার্থীই তাঁকে দেখে পায়ে মোজা না পরাকে স্বাভাবিক ভেবে বসবে। একদিন সে তাঁকে অফিসে একা দেখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। শুরুতে কথায় কথায় মাদরাসা-পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ও আন্তরিকতার বেশ প্রশংসা করে এবং শিক্ষার্থীরা তাঁর ব্যাপারে কতটা সন্তুষ্ট ইঙ্গিতে তাও প্রকাশ করে। সে আরও বলে, 'আমরা আপনার জন্য অনেক দুআ করি; আপনি আমাদের আদর্শ, আমাদের প্রিয় শিক্ষাগুরু, আমাদের কর্তব্যপরায়ণ অভিভাবক।'

সে আদবের সঙ্গে কথা চালিয়ে যায়। একপর্যায়ে বলে, 'যখনই আমার পর্দা করার সময় হয়েছে, আমি আপনার মতো করে বোরকা পরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপু, আপনি বোধহয় পা-মোজা পরেন না; অথচ পা সতরের অন্তর্ভুক্ত। আপনাকে তো প্রধান ফটক দিয়ে পুরুষদের সামনে আসা-যাওয়া করতে হয়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?'

প্রধান শিক্ষিকা মাথা নিচু করে ফেলেন। তিনি জানেন, তরুণী সঠিক নাসিহাই করেছে। তাই তিনি তার শুকরিয়া আদায় করেন। স্মিত হেসে বলেন, 'জাজাকিল্লাহ।' সত্য কথা হৃদয়ে রেখাপাত করে।

প্রধান শিক্ষিকার পরিবর্তন দেখে তরুণী অনেক খুশি হয়। তার উদ্যোগ সফল হওয়ায় সে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

একদিন নতুন একটি চিন্তা উঁকি দেয় তার মনে। কিন্তু এটি কার কাছে প্রকাশ করবে?

মাদরাসার জনৈক শিক্ষিকা তার খুব প্রিয় ছিল। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে সে তার সাথে পরামর্শ করত। সে তার কাছে বিষয়টি খুলে বলে। তরুণীর কথা শুনে তিনি বেশ আশ্চর্য হন। সে বলে, 'আপু, হিফজুল কুরআন ও বয়ানের মজলিশে মাদরাসার স্টাফরা কেন বসে না? চাইলে তো তাদের অনেকেই এখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের নিয়ে কি কাজ শুরু করা যায় না?'

শিক্ষিকার সঙ্গে পরামর্শ করে সে সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে সে ছোট ছোট সুরা শেখাবে। হিফজুল কুরআনের মজলিশ ও শাইখদের বয়ানে বসার জন্য তাদের দাওয়াত দেবে।

তারা মাদরাসার স্টাফদের মধ্যে একজন নারী দায়িকে খুঁজে নেয়। যিনি বেশ উদার ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তাকে বুঝিয়ে বলে, 'সামনে থেকে আপনাকে দাওয়াহর কাজ করতে হবে। এখানে আমাদের মায়ের বয়সী অনেক স্টাফ আছেন, তাদেরকে আমরা কেন ইলমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখব?!'

এভাবে কল্যাণময়ী এই তরুণী মাদরাসাজুড়ে দাওয়াহর এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলে। যেদিকে সে দৃষ্টি দেয় কল্যাণে ভরে যায়...

ক্যাম্পিং

আমাদের পারিবারিক বৈঠকগুলো কেমন যেন ধূসর, নীরস ও বিষণ্ন। অনেক সময় মজলিশে গিবত ও পরনিন্দার আসর বসে। বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে।

যখন আমার স্বামী আমাকে জানান, পরিবারের সদস্যরা শহরের বাইরে ক্যাম্পিং করতে যাচ্ছে, আমার বুক চিরে বেরিয়ে আসে ক্ষীণ আর্তনাদ। পুরো দুটি সপ্তাহ সবাই জঙ্গলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে অবকাশ যাপন করবে। আমার বিমর্ষ চেহারা দেখে স্বামী জানতে চান, 'কী হলো? খুশির খবরে তুমি এমন মুষড়ে পড়লে যে?'

আমি বলি, 'এই দুটি সপ্তাহ কীভাবে কাটাব তা-ই ভাবছি। দুই সপ্তাহের এই অখণ্ড অবসরে সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেবে আর গিবত ও পরনিন্দার বাজার বসাবে। এই গুনাহের মাঝে কীভাবে আমি থাকব? প্রতিটি দিন আমাকে যুদ্ধ করে কাটাতে হবে। আপনি তো জানেন, এই কারণেই আমি পারিবারিক মজলিশগুলোতে বসতেই চাই না।'

আমার কথা শুনে মাথা নিচু করে কী যেন ভাবেন তিনি। তারপর মাথা তুলে মুচকি হেসে বলেন, 'এবার আমরা তাদেরকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দেবো না। ভেবো না তুমি... ক্যাম্পিংয়ের এই পুরো সময়টাকে আমরা দাওয়াহর কাজে লাগাব ইনশাআল্লাহ। পরিবারের লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

দাওয়াহর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত থেকে অনেকগুলো লোমহর্ষক ঘটনা আমাকে শোনান। নানানভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন দাওয়াহর কাজে। আমিও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করি।

অস্থির সময় কাটতে থাকে আমার। পরের দিন আমার স্বামী তার জনৈক বন্ধুর স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসেন। তিনি দাওয়াহর কাজ করেন। বেশ অভিজ্ঞ। আমাকে তিনি তার দাওয়াহ-কার্যক্রমের অনেক ঘটনা শোনান। আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে দাওয়াহর পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়, কীভাবে সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হয় এবং কীভাবে মহিলাদের মাঝে দাওয়াহর কাজ করতে হয়। দাওয়াহর অঙ্গনে ইখলাস, বিশুদ্ধ নিয়ত এবং দুআর গুরুত্বের কথা তিনি আমার সামনে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন।

নাসিহা করতে গিয়ে তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি এমন কিছু উপহার সংগ্রহ করুন, যেগুলো শিশুদেরকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। শিশুদের প্রিয় খাবার এবং খেলনা কিনতে পারেন। যখনই আপনি কোনো শিশুর হাতে এসব উপহার তুলে দেবেন, তার মুখে হাসি ফুটাবেন, তার মা-বাবা মুহূর্তেই আপনার ভক্ত হয়ে যাবে। আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করবে। আপনি তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর প্রতি আদর ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আর হ্যাঁ, বয়স্কা নারীদের জন্য আরামদায়ক ঢিলেঢালা কামিজ ও হিজাব নিতে ভুলবেন না। আর মায়েদের জন্য জায়নামাজ নিতে পারেন।

দাওয়াহর কাজ শুরু করুন বৃদ্ধা ও বয়স্কা নারীদের নিয়ে। প্রথমে তাদের মন নরম করার চেষ্টা করুন। তারপর মনোযোগ দিন সুন্দর রুচি ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের তরুণীদের প্রতি। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আপনি এমন সুন্দর ফলাফল দেখবেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। পূর্ণ দুইটি সপ্তাহ অনেক দীর্ঘ সময়। এত লম্বা সময় ধরে এতগুলো মানুষকে একই তাঁবুর নিচে পাওয়া সহজ কথা নয়। দাওয়াহর জন্য এমন চমৎকার সুযোগ আর হয় না।'

দায়ি মহিলাটির কথামতো আমি দাওয়াহর কাজ করার জন্য মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে উঠি। আমার স্বামীও আমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। উদ্যম ও সাহসে ভরে ওঠে আমার বুক।

দেখতে দেখতে চলে আসে ক্যাম্পিংয়ের জন্য বের হওয়ার সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। শহর থেকে বহু দূরে সবুজ বনের ধারে তাঁবু খাটানো হয়। বনের ধারেই বয়ে গেছে সুপেয় পানির স্বচ্ছ একটি ঝরনা। ভোরে ফজরের সালাত

সেরেই পুরুষরা শুকনো খাবার কাঁধে বেরিয়ে যায় মাছ ও পশু শিকারে। নারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে খাবার তৈরি কিংবা গল্পগুজবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। শিশুদের উপহার বিতরণ করে আমি মা-বাবাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠি। বাচ্চাদের নিয়ে আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। অনুষ্ঠান শেষে তাদের হাতে তুলে দিই আকর্ষণীয় পুরস্কার। আসরের পর বয়স্ক মহিলাদের কুরআন শিক্ষার দরস শুরু করি। জোহরের সালাতের পর মহিলাদের নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। আলিমা মহিলারা সেখানে বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ে কথা বলেন। প্রতি সন্ধ্যায় কুরআন হিফজের একটি মজলিশ বসে। অনেক তরুণী ও মহিলা কুরআন হিফজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সবকিছু আমার স্বপ্নের মতো মনে হয়। প্রাণভরে আল্লাহর শোকর আদায় করি। মাগরিবের পর সাহাবি ও তাবিয়িনদের গল্পের ডালি নিয়ে বসি আমরা। শিশুদের জমায়েতে এসে যোগ দেয় তরুণী ও বৃদ্ধারাও। তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো সেরে তারাও এসে যুক্ত হয় গল্পের আসরে। এক সপ্তাহ না যেতেই আমরা আবিষ্কার করি, তাঁবুর পরিবেশ দ্বীনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে। চারদিকে ইবাদতময় একটি আবহ বিরাজ করছে।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুর দিকে আমরা খেয়াল করি, বেশ কিছু তরুণী ও বৃদ্ধা কিয়ামুল লাইল আদায় করছে। আবার কেউ কেউ সালাতুদ দুহা আদায় করতে শুরু করে। গিবত ও পরনিন্দার পরিবর্তে মজলিশগুলো হয়ে ওঠে কল্যাণের ঝরনা।

দেখতে দেখতে কেটে যায় পুরো দুইটি সপ্তাহ। শেষ হয় আমাদের ক্যাম্পিংয়ের দিন। প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তি ছিল অনেক বেশি। সকল প্রশংসা আল্লাহর। ক্যাম্পিংয়ের এই সুন্দর সময়গুলোতে আমি দাওয়াহর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

এই ক্যাম্পিংয়ের পর থেকে আমাদের পরিবারের অবস্থা আমূল বদলে যায়। আমাদের পারস্পরিক বন্ধনগুলো পূর্বের চেয়ে অনেক মজবুত হয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ইমান-আমলের প্রতি ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। আমি

প্রাণভরে আল্লাহর শোকর আদায় করি। দ্বিধা ও সংকোচের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে আমি যদি শক্ত হাতে দাওয়াহর কাজে না নেমে পড়তাম, তাহলে এই পরিস্থিতি কখনোই পরিবর্তন হতো না। এটি ছিল মূলত ইখলাস ও দুআর ফসল।

সুবহানাল্লাহ! আজ দাওয়াহর অভাবে কত আলিমের পরিবারও গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত! কত মাদরাসা-শিক্ষিকার ঘরেও গোমরাহির ছড়াছড়ি! বছরের পর বছর ধরে কত পরিবার দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে!

কোথায় আমাদের দ্বীনি দায়িত্ববোধ?

কোথায় আমাদের দাওয়াহ ইলাল্লাহ?

পরিবার-কানন

সন্তানের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস নিয়েই মায়ের যত ভাবনা। শিশুর মুখে রুচি নেই, ঠিকমতো খায় না। দেখতে কেমন রোগারোগা দেখায়—এসব চিন্তায় মায়ের ঘুম নেই। একটু অসুস্থ হলেই রাতজেগে তার সেবা করে।

কিন্তু আফসোস! সন্তানের দৈহিক সুস্থতা ও গড়ন নিয়ে এত ভাবনা; কিন্তু তার মানসিক গঠন ও সমৃদ্ধি নিয়ে মায়েদের এত চিন্তা করতে দেখা যায় না। সন্তানের তরবিয়তের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি তাদের অতটা বিচলিত করে না। শরীরে দুয়েক কেজি মেদ বৃদ্ধি করাই যেন আসল কথা।

একসময় যখন হুঁশ ফিরে, মা আবিষ্কার করে, তার সন্তান তার মনের মতো দৈহিক গঠন তো পেয়েছে, তেলতেলে হৃষ্টপুষ্ট তো হয়েছে; কিন্তু তার তালিম-তরবিয়তের বেহাল দশা; স্বভাব-চরিত্রে রুচি ও সৌন্দর্যের ছাপ নেই। সালাতের প্রতি আগ্রহ নেই। কথাবার্তা ও চলাফেরায় সুন্নাহর সৌরভ নেই।

মা আরও আশ্চর্য হয়ে দেখে, প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েরা আজান শুনে কী সুন্দর মসজিদে চলে যাচ্ছে; আচার-ব্যবহারে তারা কেমন অমায়িক! মুচকি হেসে কী সুন্দর মিষ্টি গলায় সালাম দেয়! কথার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যায়, 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' আর 'ইনশাআল্লাহ'।

একবার তার বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখে, ছোট ছোট শিশুরা কাতারবেঁধে সালাত আদায় করছে। বাবা তাদের জন্য ছোট্ট জায়নামাজ এনে দিয়েছেন। ইমামতি করছে সাত বছরের ছোট্ট শিশুটি। কী চমৎকার সুরে কিরাত পড়ছে! তার নাম মুহাম্মাদ। এই কচি বয়সেই পাঁচ পারা কুরআন সে হিফজ করে নিয়েছে।

অথচ তার সন্তানগুলো কেমন যেন। কথা শোনে না। ভোরে বিছানা থেকে ওঠে না। সাত সকালে স্কুলে চলে যায় বলে কুরআন শেখাও হয় না। কী এক বিতিকিচ্ছি অবস্থা...

মা বুঝতে পারে, তার সন্তানগুলো মোটাতাজা তো হয়েছে; কিন্তু মানসিকভাবে সমৃদ্ধ হতে পারেনি। হায়, পরিবারটিকে আমি খামার বানিয়েছি, শিক্ষাঙ্গন বানাইনি...

পুণ্যময়ী নারী সন্তানদের তালিম-তরবিয়তের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। সে জানে, আজকের শিশুরা অনাগত দিনগুলোতে উম্মাহর কান্ডারি হবে। তারা যতটা সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে, উম্মাহর ভবিষ্যৎ ততই সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে।

কল্যাণময়ী মায়েরা ভালোভাবেই জানে, তারা শিশু নয়; বরং উম্মাহর প্রতিপালন করছে। সন্তানের মানসিক পরিচর্যার জন্য তারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে প্রতিদান পাবে।

পুণ্যময়ী নারী সন্তানদের স্বভাব-চরিত্র ও উন্নত মূল্যবোধ গঠনের দিকে বিশেষ জোর দেয়। তাদেরকে নবিদের কাহিনি শোনায়, রাসুলুল্লাহর সিরাতকে আকর্ষণীয় আঙ্গিকে পেশ করে। সাহাবা ও তাবিয়িদের গল্প শুনতে শুনতে পরিপুষ্ট হয় তাদের মন। ফলে দ্বীনের প্রতি তাদের হৃদয়ে দানা বাঁধে অন্তহীন ভালোবাসা—কুরবানি ও শাহাদাতের অপরিসীম প্রেরণা।

কল্যাণময়ী মা সন্তানদের নজরের হিফাজত করে। সব ধরনের বদদ্বীনি ও অনাচার থেকে সন্তানদের দূরে রাখে। অবিবেচকের মতো তাদের হাতে কখনো ডিভাইস তুলে দেয় না। গান, মুভি ও গেইমস থেকে তাদের বহু দূরে রাখে। সন্তানদের জন্য বন্ধু নির্বাচনেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। যে কারও সঙ্গে তাদের মিশতে দেয় না।

যেসব অনুষ্ঠানে শরিয়াহবিরোধী কর্মকাণ্ড হয়, সন্তানদেরকে নিয়ে সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না; চাই তা একেবারে কাছের কোনো আত্মীয়ের বিয়ে অনুষ্ঠানই-বা হোক না কেন। যাতে সন্তানরা গুনাহের পরিবেশ দ্বারা

প্রভাবিত না হয়। কারণ সন্তানদের ইসলাহ ও পরিশুদ্ধির সর্বোত্তম উপায় হলো, তাদেরকে দ্বীনি পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং সব ধরনের নাফরমানির আবহ থেকে তাদের দূরে রাখা। তাদের হাতে গুনাহের কোনো উপকরণ তুলে না দেওয়া।

দ্বীনদার পরিবারগুলো যেন একেকটি ফুলের বাগান। মা-বাবা আর অভিভাবকরা হলেন মালী। আর সন্তানরা হলো ফুলের কলি। পুণ্যময়ী মায়েদের সঠিক পরিচর্যায় দ্বীনি আবহে মানবকলিগুলো ফুলের মতো পাপড়ি মেলে বিকশিত হতে শুরু করে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মনকাড়া সৌরভ।

মা-বাবার নিবিড় পরিচর্যায় শিশুরা কুরআন হিফজ করে। তারপর পা রাখে ইলমে দ্বীন অর্জনের বিশাল অঙ্গনে। ধীরে ধীরে তারা যোগ্য আলিমে দ্বীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

সচেতন মায়েরা সন্তানদের চরিত্রের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। যৌবনের প্রারম্ভেই তাদের বিয়ে করিয়ে দেয়। এই জায়গায় এসে প্রায় সব মা-বাবাই হোঁচট খান। কিন্তু যেসব অভিভাবকের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তারা কখনো সমাজের কুসংস্কার ও শরিয়াহবিরোধী গর্হিত রীতিনীতির দিকে তাকান না।

কুরআন শিক্ষার বিপ্লব

অনেক বোন আছেন বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন। আবার অনেকে আছেন আলিমা। কিন্তু তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন, তাদের দায়িত্বের কথা?

তাদের পরিবারে কিংবা আশেপাশে কত নারী কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে না; কত নারী পাক-নাপাকের মাসায়িল জানে না; কত নারী সহিহভাবে সালাত আদায় করতে জানে না।

যারা জানে, তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। যে তিলাওয়াত করতে জানে, তার দায়িত্ব হলো যারা জানে না, তাদের শেখানো। আলিমাদের দায়িত্ব তো আরও ব্যাপক—আরও বিস্তৃত।

একজন পুণ্যময়ী নারী কুরআন নিয়ে মেহনত করে। একটু সুযোগ পেলেই কুরআন নিয়ে বসে যায়। সন্তানদের বিশুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করতে শেখায়। পরিবারের সবার কাছ থেকে কুরআন শোনে। যাচাই করে দেখে, কার তিলাওয়াত শুদ্ধ আর কার তিলাওয়াত অশুদ্ধ। যাদের উচ্চারণে ভুল আছে, তাদের নিয়ে মেহনতে লেগে যায়।

মহল্লার নারীদের ব্যাপারেও সে খোঁজখবর করে। এসব কিছু সে করে কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য। তার ইখলাসের কারণে সমাজের নারীমহলে সে খুবই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। মহল্লার নারীরা তাদের সন্তানদের তার কাছে নিয়ে আসে কুরআন শেখানোর জন্য। সপ্তাহে কয়েকটি দিন সে বৃদ্ধাদেরও সময় দেয়।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে এলাকার দশজন মেধাবী তরুণীকে নিয়ে একটি

কুরআন শিক্ষা কোর্স চালু করে। দুই মাস মেহনত করে এই দশজন ছাত্রীকে সে তাজবিদ ও কিরাআতে শক্ত করে গড়ে তোলে। আগে কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল একটি। এখন হয়ে গেল দশটি। ওই দশজন ছাত্রীর সবাই মুআল্লিমা হিসেবে মহল্লায় কাজ শুরু করে। ওই দশজন থেকে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার পাঠ নেয় আরও একশজন। এভাবে পুরো মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে বিশুদ্ধ কুরআনের পাঠ। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আলোড়ন। পুরো সমাজে গড়ে ওঠে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠের মুবারক আবহ।

সকাল হতেই কচিকাঁচাদের মেলা বসে মুআল্লিমাদের বাড়ির আঙিনায়। কুরআনের সুললিত তিলাওয়াতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মহল্লা।

আল্লাহু আকবার! একজন মাত্র নারীর মেহনতে কত বড় একটি বিপ্লব সাধিত হলো। পুরো একটি মহল্লা কুরআনের বাগিচায় পরিণত হলো। কত পুণ্যময়ী সে নারী, যার হাত ধরে রচিত হলো এই সুন্দর কুরআনময় আবহ!

আমাদের কুরআন-জানা বোনেরা যদি এভাবে এগিয়ে আসতেন, তাহলে আমাদের সমাজ কত দ্রুতই না বদলে যেত...

এক বছরে

মুসলিমবিশ্বের দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না। প্রতিটি ভূখণ্ডই যেন রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। উম্মাহর সর্বাঙ্গেই যেন ব্যথা আর যন্ত্রণার দহন।

আমাদের আশা ও প্রত্যাশা অনেক :

বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা

জাহিলদের ইলম শিক্ষা দেওয়া

বিধবাদের দেখাশোনা করা

এতিমের দায়িত্ব নেওয়া

আরও কত কিছু...

কিন্তু যতক্ষণ না কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এগুলো নিছক কল্পনা বৈ কিছু নয়।

আমরা প্রায়ই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি, আমরা কী করব? কীভাবে সামনে এগোব?

দীর্ঘকাল যারা স্বপ্ন দেখছ, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছ, তাদের বলছি :

কল্যাণের একটি দরোজা খোলা আছে। আমাদের প্রথম প্রকল্প, যাকে বলা যায়, সাধনার সুদীর্ঘ পথে একটি পদক্ষেপ।

এটি এমন একটি দাওয়াহ-প্রকল্প, যেটি প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের শেষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আর তা হলো, বিদ্যালয়ের খাতা ও নথিপত্রের অতিরিক্ত ও

অব্যবহৃত পাতাগুলো সংগ্রহ করে সেগুলোকে সুন্দরভাবে বাঁধাই করে ব্যবহার উপযোগী খাতায় পরিণত করা।

এই সাধারণ একটি প্রকল্পের অধীনে একটি বিদ্যালয় থেকেই প্রস্তুত করা হয় ৪,৫০০ এর অধিক খাতা। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ! একটিমাত্র বিদ্যালয় থেকেই পাওয়া যায় চার হাজার পাঁচশত খাতা—তাও আবার এক বছরে।

খাতাগুলো তৈরি করতে খরচ হয় একেবারেই সামান্য—বাইরের হার্ডপেপার বাইন্ডিং এর ওপর শিক্ষার্থীর নাম, বিদ্যালয়ের নাম ও শ্রেণির নাম লেখার ঘরসংবলিত একটি ছোট্ট ফরম সেট করা। ব্যস! এতটুকুই...

একটি দাতব্যসংস্থা অভাবগ্রস্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝে খাতাগুলো বিতরণ করার দায়িত্ব নেয়।

এটি শিক্ষার্থীদের জন্য খাতা সংগ্রহের প্রকল্প—মুসলিমদের ব্যবহার-উপযোগী সম্পদ যেন আবর্জনায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

কলম, রুলার ইত্যাদিসহ আরও অনেক শিক্ষা-উপকরণ এভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব।

এই প্রকল্প যারা চালাচ্ছেন, তাদের পক্ষ থেকে আহ্বান :

'সবাই সচেতন হোন। বাড়িয়ে দিন সাহায্যের হাত। প্রতিবছর ব্যবহার উপযোগী অতিরিক্ত উপকরণগুলো আমাদের হাতে তুলে দিন। মুসলিমসমাজে শিক্ষাবিস্তারে আপনার এই অবদানের পরিধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করবে। সময় ও সুযোগ বড়ই মূল্যবান বস্তু। তাই এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে অলসতা করবেন না। আপনার সাধ্যমতো উম্মাহর কল্যাণকাজে অংশগ্রহণ করুন। স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে সময় নষ্ট করবেন না।

পরিচারিকা

একবার বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে গল্প করছিল সে। কথায় কথায় সে বলল, 'আমি দ্বীনি ইলম শিখতে চাই।' শুনে আশ্চর্য হয়ে সে জানতে চায়, 'পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে কি তুমি মাদরাসায় পড়তে?' সে বলল, 'অবশ্যই পড়তাম আন্টি। কিন্তু আল্লাহর মর্জি হয়নি। আমি এসেছি একটি গরিব পরিবারে। অসুস্থ বাবার পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেই হিমশিম খেতে হয়, আমাকে পড়াবেন কীভাবে?' বলতে বলতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পরিচারিকা। এই নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল গভীর হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা...

পুণ্যময়ী নারী স্বামীর কাছে পরিচারিকার স্বপ্নের কথা বলে, তার ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা বলে। স্বামীও রাজি হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয়, পরিচারিকাটিকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। পরিবারের সবাই তার কাজে সাহায্য করবে; যাতে সে পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারে।

পরিচারিকাটি ছিল খুবই মেধাবী। অল্প সময়েই মাদরাসার নামকরা ছাত্রী হয়ে ওঠে সে। কল্যাণময়ী নারীর উৎসাহে মেয়েটি পড়াশোনায় আরও গভীর মনোযোগ দেয়। এদিকে মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ তাকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সবকিছু তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সে নিজের পরিবারের কাছে আরও বেশি অর্থ পাঠাতে সক্ষম হয়।

পড়াশোনার পাশাপাশি সে মাদরাসায় মহিলাদের দাওয়াহ-কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। এভাবে সে পুরোদস্তুর একজন দায়ি হয়ে ওঠে। তার গ্রাম ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তাই সে আপন গ্রামে দাওয়াহ-কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পুণ্যময়ী বোনটির ঘরে মেয়েটি গিয়েছিল পরিচারিকা হয়ে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন চলে আসছিল, তখন সে একজন অভিজ্ঞ দায়ি ও আলিমা। সুবহানাল্লাহ! পুণ্যময়ী নারীরা এমনই হয়।

এভাবে পুণ্যময়ীরা ঘরের পরিচারিকাদের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখে। তাদের ইমান-আমলের প্রতিও খেয়াল রাখে। তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করছে কি না, কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে কি না ইত্যাদির খবর নেয়। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়। অনেকেই পরিচারিকাদের ওপর জুলুম করে। তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে। একদিন তাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

ঝলমলে সন্ধ্যা

এগারো বছর ধরে স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে একটি রাত। আমার এখনো মনে আছে, সেদিন আমরা সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বিষয়টি আমাদের সমাজে ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও এদিকে আমাদের কোনো দৃষ্টি নেই।

সুন্দর সেই সন্ধ্যায় আমরা ছিলাম মাত্র তিন জন নারী। সম্পদের ব্যাপক অপচয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সেদিনই আমরা পরামর্শ করি, দ্বীনের খিদমতে আমাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত। প্রকল্প থেকে একজন মাঝপথে ছিটকে পড়ে। আমি আর অপর বোনটি সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আমরা মাসে মাত্র একশ টাকা করে সঞ্চয় করতে শুরু করি। এতে আমাদের জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব পড়ে না। না আমাদের সম্পদ কমে, না পানাহার কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো অভাব পরিলক্ষিত হয়। এভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পর আমরা দুইশ টাকা করে সঞ্চয় করতে শুরু করি। সঞ্চিত টাকাগুলো আমরা বিভিন্ন দ্বীনি কাজে ব্যয় করতে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজ আরও সহজ করে দেন। সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিই আমরা। আমাদের সুন্দর এই উদ্যোগ দেখে আরও অনেক দ্বীনদার বোনও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তারাও মাসে একশ টাকা করে আমাদের কাছে জমা দিতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আমাদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বড় অঙ্কে গিয়ে পৌছয়। নতুন যুক্ত হওয়া বোনেরা তাদের পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা দেশের বিভিন্ন ইসলামি লাইব্রেরিতে বিশুদ্ধ আকিদা ও ফিকহের বই সরবরাহ শুরু করি। অসংখ্য ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরিতে আমরা প্রতিদিন শত শত দ্বীনি বই পাঠাই। প্রথম বছরেই আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হই। হাজারো মুসলিম ভাই-বোন আমাদের সরবরাহকৃত কিতাবাদি থেকে উপকৃত হয়।

আমাদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিস্তৃত হতে থাকে আমাদের কার্যক্রম। কিতাব সরবরাহ করার পরও আমাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আমরা সেগুলো আরও বিভিন্ন দ্বীনি খাতে ব্যয় করতে শুরু করি।

আমার বোন!

একটু ভেবে দেখুন তো! এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল মাত্র দুইশত টাকা দিয়ে। কিন্তু কয়েক বছর গড়াতেই প্রকল্পটি কোথায় গিয়ে পৌছয়?

এই প্রকল্পের আওতায় ১৯টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং তিনটি পুকুর খনন করা হয়েছে। যাতে ব্যয় হয়েছে বিশ লক্ষ টাকা। এ ছাড়াও নির্মিত হয়েছে পাঁচটি মসজিদ আর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; ইসলামি লাইব্রেরিতে প্রেরণ করা হয়েছে হাজার হাজার কিতাব। সবচেয়ে খুশির কথা, খোরাসান, সিরিয়া, ইয়েমেন ও সোমালিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন নিপীড়িত মুসলিম জনপদেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সদাকা পাঠানো হয়েছে।

মাত্র দুইশত টাকার একটি ছোট্ট প্রকল্প। আল্লাহ তাআলা এতে বারাকাহ দান করেছেন। ফলে দুই জন মুসলিম বোনের ক্ষুদে একটি প্রকল্প পরিণত হয়েছে এক বিরাট মহিরুহে...

সান্নিধ্যের সৌরভ

সান্নিধ্যের প্রভাব বড়ই বিস্ময়কর। আসহাবে কাহফের কথা স্মরণ করুন। পুণ্যবান যুবকদের সাহচর্যে একটি সামান্য কুকুরের মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল! আল্লাহ তাআলা সেই নেককার তরুণদের সঙ্গে কুকুরটির কথাও উল্লেখ করেছেন :

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾

> 'কতক লোক বলবে, "তারা ছিল তিন জন; চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।"'[২]

কল্যাণময়ী তরুণীর জনৈক বান্ধবী মারা যায়। এতে সবাই শোকাহত হয়। সবাই মিলে তার জন্য দুআ করে। সে তার মরহুমা বান্ধবীর পক্ষ থেকে উমরা আদায় করে। আরেক বান্ধবী তার ইসালে সাওয়াবের নিয়তে সদাকা করে।

***

মাদরাসায় পড়াকালীন আল্লাহর রহমতে আমরা তিন বান্ধবী হিদায়াতের পথে যাত্রা শুরু করি। তারা কেবল বান্ধবীই ছিল না, তাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। একসঙ্গে চলতে গিয়ে তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠে নিবিড় অন্তরঙ্গতা। হুব্বে ফিল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য এই ভালোবাসা ক্রমশ আরও ঘনীভূত হতে থাকে।

কিছু দ্বীনি কিতাবাদি কেনার জন্য আমরা মাদরাসার স্কলারশিপের টাকা থেকে সামান্য পরিমাণে সঞ্চয় করতে শুরু করি। অল্প হলেও আল্লাহ তাআলা এতে বরকত দেন। আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের মাঝে আমরা এগুলো বিতরণ

---

২. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ২২।

করি। আমাদের কার্যক্রম দেখে আরও অনেক তরুণী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আমাদের কার্যক্রম আরও সহজ ও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমাদের আর্থিক সামর্থ্যও অনেক বেড়ে যায়।

***

আমাদের এক বান্ধবী নিয়মিত কিয়ামুল লাইল আদায় করে। এ ছাড়াও আরও অনেক মাসনুন নফল সালাত তার নিয়মিত আমল। সে সবাইকে নফল সওম আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। কথায় কথায় সবার মনে ঢুকিয়ে দেয় আমলের প্রেরণা। বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে সে দাওয়াহর কাজ করে। সবাইকে বলে, 'চলো, তারুণ্যের এই সোনাঝরা দিনগুলোকে কাজে লাগাই। শক্তি ও সামর্থ্য থাকতেই বেশি বেশি আমল করি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শক্তি ও উদ্যম কমতে থাকবে। তখন আমল করা অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। তা ছাড়া কার মৃত্যু কখন আসে বলার উপায় নেই। কে কত দিন সুস্থ থাকে, তারও কোনো পাত্তা নেই। তাই রোগব্যাধি, সাংসারিক ঝামেলা কিংবা বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাদের জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহে মনোযোগী হওয়া উচিত।'

***

মাদরাসার তিন বান্ধবী পুরো কুরআন হিফজ করার সংকল্প করে। প্রতিদিনের হিফজ করা অংশটুকু পরস্পরকে শোনানোর জন্য তারা একটি সময় ঠিক করে নেয়। সপ্তাহান্তে তারা ঘণ্টাদুয়েকের জন্য আবার একত্রিত হয়; যাতে পুরো সপ্তাহের মুখস্থ করা অংশটুকু একবৈঠকে পরস্পরকে শুনিয়ে পড়াগুলোকে একটু ঝালিয়ে নিতে পারে। মাস শেষে দেখা যায়, তাদের সুরা বাকারা হিফজ হয়ে গেছে।

তারা সময়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন হয়ে ওঠে। তারা খেয়াল করে, মাদরাসায় আসা-যাওয়ার সময়টুকু তাদের কোনো কাজে আসে না। তাই সিদ্ধান্ত নেয়, এই সময়গুলোতে তারা জিকির ও দরুদ পাঠ করবে এবং কুরআনের মুখস্থকৃত অংশটুকু পুনরাবৃত্তি করবে। এভাবে দিনের প্রতিটি অংশকে তারা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। কোনোভাবেই যেন জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট না হয়।

সাহাবিয়ার উত্তরসূরি

মাদরাসায় কিছু শিক্ষিকা এমন থাকেন, যারা অন্য সবার চেয়ে বেশ আলাদা। দাওয়াহর প্রেরণা, ইলমি গভীরতা ও কর্মোদ্যমের কারণে তারা সবার কাছে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। এমন একজন শিক্ষিকার কথা। একবার তিনি বদলি হন এমন এক মাদরাসায়, যেখানে দাওয়াহর কোনো কার্যক্রম নেই; ছাত্রীদের তারবিয়াহর কোনো মজলিশ নেই, হিফজুল কুরআনের প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই। মাদরাসার শিক্ষিকাগণ যেন ঘুমন্ত, অবসাদগ্রস্ত। অবস্থা দেখে নতুন আগত শিক্ষিকা খুবই আশ্চর্য হন।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এখানে দাওয়াহ-কার্যক্রম শুরু করবেন। একটি মাদরাসা এমন বেহাল অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রথমেই তিনি অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষিকাদের সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করেন। কারণ প্রথমে তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে। ধীরে ধীরে নতুন শিক্ষিকা সবার সঙ্গে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সবাইকে তিনি কথায় কথায় দাওয়াহ-কার্যক্রমের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন এবং ছাত্রীদের তারবিয়াহর দিকে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।

তার নিরলস চেষ্টায় ধীরে ধীরে মাদরাসায় দাওয়াহর পরিবেশ ফিরে আসে। আরও অনেক শিক্ষিকা ছাত্রীদের দাওয়াহ ও তারবিয়াহর দিকে মনোযোগী হন।

বিভিন্ন দ্বীনি কিতাব বিতরণের মাধ্যমে শুরু হয় দাওয়াহ-কার্যক্রম। দেখতে দেখতে সমগ্র মাদরাসা যেন পরিণত হয় একটি দাওয়াহকেন্দ্রে। জনৈক শিক্ষিকা আফসোস করে বলেন, 'কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের দশ দশটি বছর। প্রতিদিন আমরা ক্লাসে ছাত্রীদের সামনে দাঁড়াতাম; কিন্তু সিলেবাসের

বাইরের কিছুই আমাদের আলোচনায় স্থান পেত না। ছাত্রীদের তারবিয়াহর প্রতি আমরা কত অমনোযোগী ছিলাম!'

শিক্ষিকাগণ ছাত্রীদের ইমান-আমলের খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। দৈনন্দিন তিলাওয়াত, হিফজুল কুরআন, হাদিস অধ্যয়ন, সদাকা ইত্যাদির ব্যাপারে ক্লাসে খোলামেলা আলোচনা হতে থাকে। ছাত্রীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে আমলের জজবা।

শিক্ষিকাগণ কাফিরদের দেশে প্রমোদভ্রমণ এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস ইত্যাদির ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে তারা দুআ করেন, কোনো মুসলিম নারীকে যেন কাফিরদের ভূখণ্ডে পা রাখতে না হয় এবং আমরা নিজেরাও যেন কুফর ও শিরকের দেশে না যাই।

তারা আরও দুআ করেন, মুসলিম উম্মাহ যেন গোটা পৃথিবীতে আবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আমাদের সন্তানরা কাফিরদের ভূখণ্ডে যেন বিজয়ীবেশে প্রবেশ করতে পারে।

মাদরাসাজুড়ে এই পরিবর্তন দেখে নতুন শিক্ষিকা আল্লাহর শোকর আদায় করেন। তিনি দাওয়াহ-কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তারবিয়াহর মজলিশগুলোতে তার বয়ান শুনে ছাত্রীরা আমলের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়; দাওয়াহর কাজে অংশগ্রহণ করার শপথ গ্রহণ করে।

তার সহকর্মী জনৈক শিক্ষিকা জানতে পারেন, মাসান্তে বেতনের পুরো টাকাটাই তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ব্যয় করেন। এতিমদের ভরণপোষণ, দ্বীনি কিতাবাদি বিতরণ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য সাহায্য প্রেরণ ইত্যাদিতে ব্যয় হয় তার সিংহভাগ আয়।

হে মুমিন নারী!

আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের বাসিন্দা বানান। আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। সকল মুসলিম নারীকে আপনার মতো দ্বীনি বুঝ ও জজবা দান করুন। নিশ্চয় আপনি আয়িশা ও ফাতিমার উত্তরসূরি!

তাকে দেখে মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষিকারাও দান-সদাকায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সবাই মিলে হাতে নেন বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প।

হাসপাতালে দাওয়াহ

কল্যাণময়ী এক তরুণী একবার অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে গিয়েও সে দাওয়াহ-কার্যক্রম শুরু করে দেয়। নার্স ও ডাক্তারদের সে বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবাদি হাদিয়া দেয়। দাওয়াহর কাজ করে এমন একজন দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সে হাসপাতালের এক জায়গায় দ্বীনি কিতাবাদি রাখার জন্য একটি শেল্ফ স্থাপন করে। রোগীদের প্রয়োজনীয় মাসআলাসংবলিত বিভিন্ন ফিকহের কিতাবাদি রাখা হয় সেখানে। আশেপাশের রোগীদের সে সান্ত্বনা দেয়। সবরের ফজিলত সম্পর্কে বলে।

সুস্থ হওয়ার পর সে যখন ঘরে ফিরে আসে, বান্ধবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে হাসপাতালে দাওয়াহ-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেই মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সবাই মিলে ফান্ড সংগ্রহ করে হাসপাতালের আরও কয়েক জায়গায় দ্বীনি কিতাবাদি রাখার ছোট ছোট আলমারি বসায়। রোগী দেখার আদব ইত্যাদি সংবলিত বিভিন্ন পোস্টার দেয়ালে সেঁটে দেয়।

দরিদ্র রোগীদের ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তারা একটি ফান্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বীনদার ডাক্তারদেরকে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারা সবাই মিলে হাসপাতালে একটি দ্বীনি আবহ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। হাসপাতালের মসজিদটিকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এভাবে কল্যাণময়ী নারী যেখানেই যায়, সেখানেই দ্বীনের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে। যৌবনের শক্তি ও উদ্যমের এমন ব্যবহারই তো হওয়া চাই।

দাওয়াহ-প্রকল্প

উৎকৃষ্ট আমল হলো, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ»

'আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।'[৩]

একজন কল্যাণময়ী নারী আমলের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করে। বিভিন্ন দ্বীনি খাতে ব্যয় করার জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়ে সে দৈনন্দিন বাজার-খরচ থেকে মাসে এক হাজার টাকা করে সঞ্চয় করে। সে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারে, এই এক হাজার টাকা কম খরচ করার কারণে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব পড়ে না। সবচেয়ে খুশির খবর হলো, এই টাকাগুলো জমা হচ্ছে সেই কঠিন দিনটির জন্য, যেদিন মানুষ একেকটি নেকির জন্য হাহাকার করবে।

জনৈক পুণ্যময়ী তরুণী ইসলামি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসমূহে লেখালেখি করে। নারীসমাজে যেসব গোমরাহি প্রবেশ করেছে, সেগুলো নিয়ে সে সবাইকে সচেতন করে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধান তুলে ধরে। লিখনীর মাধ্যমে সে নারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় ইমানি চেতনা; খণ্ডন করে দ্বীন সম্পর্কে উদ্ভূত নানান সংশয়।

পর্দা ও হায়ার গুরুত্ব, স্বামী ও স্ত্রীর হক, বিভিন্ন ফিকহি মাসায়িল নিয়ে তার অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

---

৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৬৪, সহিহু মুসলিম : ৭৮৩।

আশেপাশের আলিমা বোনদেরকেও সে লেখালেখিতে উদ্বুদ্ধ করে। সমমনা আরও কতিপয় আলিম বান্ধবীদের নিয়ে গড়ে তুলে একটি ছোট্ট দাওয়াহ-প্লাটফর্ম। তাদের কাজ হলো, এলাকার নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক দাওয়াহ-কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সমাজের বিভিন্ন অংশে নারীদের মাঝে বিদআত ছড়িয়ে পড়লে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। নারীদের নিয়ে ছোট ছোট দ্বীনি মজলিশের আয়োজন করে। সুন্নাত ও বিদআত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সবাই বুঝিয়ে দেয় এই দুইয়ের মাঝে কী পাথর্ক্য।

সবাই মিলে ফান্ড সংগ্রহ করে অনেকগুলো কিতাব ক্রয় করে, যেগুলোতে বিদআত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের নারীদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করা হয়।

পুণ্যময়ী নারী জানে, বিদআতের প্রচার ও প্রসারে কিছু গোমরাহ লোক প্রাণপণে কাজ করে যাচ্ছে। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী। আপন পরিবার ও সমাজের নারীদের মাঝে যাতে বিদআত প্রবেশ করতে না পারে এই লক্ষ্যে সে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মিলাদ মাহফিলের নামে কিংবা শবে বরাত ও শবে মেরাজকে কেন্দ্র করে যেসব বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে সে প্রতিবছর দাওয়াহ-কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিভিন্ন উপলক্ষে বিতরণ করে সচেতনতামূলক লিফলেট। তার দাওয়াহর কারণে সমাজের নারীদের মাঝে বিদআতের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

ঘরের কোণে বসে থেকেও দাওয়াহর জন্য সে নিজের সময়গুলোকে উৎসর্গ করে। একজন তরুণীর প্রচেষ্টায় পরিবার ও সমাজে সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। নারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া বিদআত ও কুসংস্কারগুলো নির্মূল হয়। এভাবে একজন পুণ্যময়ী তরুণীর কল্যাণে পরিবার ও সমাজ হয়ে ওঠে আলোকিত।

শখের সাতকাহন

নানান শখের পেছনে পড়ে মুসলিম নারীরা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। পর্দা ও লজ্জার বলয় ভাঙার জোয়ার যেন আজ চারদিকে উপচে পড়ছে। ফ্যাশন আর সাজগোজই হয়ে উঠেছে মুসলিম নারীদের ধ্যানজ্ঞান। নানান ব্র্যান্ডের দামি দামি পারফিউম, রংবেরঙের জামা ও জুতার সাগরে তারা যেন হাবুডুবো খাচ্ছে। নতুন পণ্যের মনকাড়া বিজ্ঞাপন দেখে তারা গুলিয়ে ফেলে কোনটা তাদের আসলেই প্রয়োজন আর কোনটি নিছক বিলাসিতা। প্রতিদিন মার্কেটে নতুন নতুন কসমেটিক্স ও প্রসাধনী আসছে। তাই নারীদের চোখেও আর ঘুম নেই। দিনের এক বিরাট অংশ তাদের চলে যায় মার্কেট পরিক্রমায়। অপচয় আর অপব্যয় যেন তাদের জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ।

ইমান ও আমলের কোনো চিন্তাই তাদের মনে জাগে না।

আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের কোনো কার্যক্রমই দৃশ্যমান নয় তাদের জীবনযাত্রায়।

সালাত, তিলাওয়াত, আজকার, সদাকা ইত্যাদির কোনো খবরই যেন তাদের নেই।

তাদের শখ জনপ্রিয় মডেলদের অনুকরণ করা এবং নিত্যনতুন ফ্যাশনের আপডেট রাখা।

কিন্তু এই গোমরাহির আঁধারের মাঝেও কিছু পুণ্যময়ী নারী এমন আছে, যাদের জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ উল্টোধারায় প্রবাহিত। তারা কখনোই বোরকা বা হিজাব ছাড়া বাইরে বের হয় না। স্বামী ছাড়া অন্য কারও সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না। অভিনয়ের নামে বেশ্যাগিরি করে বেড়ানো মডেলদের তারা

মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তাদের আদর্শ হলিউড-বলিউডের কোনো নগ্ন নর্তকী নয়; বরং তাঁদের আদর্শ হলো ফাতিমা, আয়িশা ও আসমার মতো জান্নাতি নারীরা।

পুণ্যময়ী নারী কসমেটিক্স ও প্রসাধনীর পেছনে অর্থ অপচয় করে না। কোনটি প্রয়োজন আর কোনটি বিলাসিতা সে ভালো করেই অনুধাবন করতে পারে। প্রয়োজন ও বিলাসিতার মাঝে পার্থক্য করতে পারা অনেক বড় গুণ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন অপচয়কারীদের ব্যাপারে বলেন :

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

'নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।'[৪]

কল্যাণময়ী নারী সদাকার মানসিকতা লালন করে। স্বামীকে সাহায্য করার নিয়তে এবং সদাকা করার জন্য সে হাস-মুরগি পোষে। হাতে কিছু টাকা পেলেই গরিবদের দান করে। ইদের পূর্বে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য সে জামা কিনে রাখে। ইদের আগের দিন সে স্বামী ও সন্তানদের পাঠিয়ে দেয় দরিদ্র শিশুদের মাঝে ইদ-আনন্দ বিতরণে।

বাড়ির সামনে পতিত জমিগুলোতে সে নানান শাক-সবজি ও ফসলের চাষ করে। এতে পরিবারের লোকদের একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়, তেমনই তাজা তরিতরকারি খাওয়ারও সুযোগ হয়। অতিরিক্ত শাক-সবজি সে প্রতিবেশীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

কখনো সে বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ করে : হাতপাখা তৈরি করে, নকশিকাঁথা বানায়, জামা সেলাই করে। উপার্জিত অর্থ দিয়ে সে গরিব তালিবে ইলমদের কিতাবাদি কিনে দেয়; এতিমের খোঁজখবর করে।

৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৭।

কেউ আবার বিভিন্ন ধরনের আচার বানায়। কেউ সুতো দিয়ে টুপি বোনে। এসবের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ তারা বিভিন্ন দ্বীনি কাজে ব্যবহার করে। এভাবে তারা কড়া নাড়ে কল্যাণের দুয়ারে।

জনৈক কল্যাণময়ী নারী সময় পেলেই বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করে। সেখান থেকে কিছু কিছু নোট করে রাখে। মহিলাদের বিভিন্ন দ্বীনি মজলিশে সেগুলো পড়ে শোনায়। কখনো সাধারণের উপকারার্থে সেগুলো ফটোকপি করে বিতরণ করে।

পুণ্যময়ী নারী পরিবারের জন্য এক বিরাট রহমত। সে শিশুদের তালিম ও তারবিয়াহর দিকে বিশেষ মনোযোগ রাখে। তাদের মনে চারিয়ে দেয় দ্বীনের জন্য কুরবানি ও শাহাদাতের প্রেরণা। সে তার সন্তানদেরকে ইসলাম ও উম্মাহর কল্যাণে উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করে। তাদেরকে দ্বীনের যোগ্য সৈনিকরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরিবারের সবার দিকে সে সতর্ক মনোযোগ রাখে। কারণ সে জানে, পরিবার হলো ইসলামি সমাজব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে যদি একটি পাকা ভবন হিসেবে কল্পনা করা হয়, তাহলে পরিবার হলো সেই ভবনের একেকটি ইট। তাই পরিবারে যদি দ্বীন না থাকে, তবে সমাজও বদদ্বীনির আখড়ায় পরিণত হবে।

পুণ্যময়ী নারী সন্তানদের দ্বীনের দায়ি ও মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। স্বামীকে সব সময় তাগিদ দেয় সন্তানদের দ্বীনদারির দিকে নজর রাখতে।

সকালে ফজরের সালাতের পর ঘণ্টাদুয়েক সে আশেপাশের ছেলেমেয়েদের কুরআন শেখায়। সকাল হতেই কুরআনের আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। এই জন্য সে কোনো বিনিময় গ্রহণ করে না। বরং গরিব ছাত্রদের সে উল্টো সাহায্য করে। তার পরিবারেরও খোঁজখবর নেয়।

আলোকিত নারী

সাপ্তাহিক দ্বীনি মজলিশ ও বয়ানের জন্য সে উন্মুক্ত করে দিয়েছে আপন ঘরের দুয়ার। মহল্লার নারীসমাজের চোখে তার বাড়িটি একটি দাওয়াহকেন্দ্র। প্রতি সপ্তাহে তার বাড়িতে একটি বয়ান হয়। সে নিজেই প্রতিবেশী নারীদের সামনে বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করে। কখনো আবার কোনো দায়ি বোনকেও দাওয়াত দেওয়া হয়।

সপ্তাহে দুই দিন মাগরিবের পর এলাকার মহিলা মাদরাসা থেকে আলিমা বোনরা আসেন। তারা বিভিন্ন ফিকহি মাসায়িলের দরস দেন।

প্রতিদিন সকালে গৃহস্থালির কাজ শুরু করার পূর্বে পুণ্যময়ী নারী নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করে। বাড়ির কাজ করার সময়ও তার জবান জিকির ও ইসতিগফারে চঞ্চল থাকে।

সে প্রায়ই সালাতের পর আল্লাহর কাছে দুআ করে, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং উম্মাহর জন্য। দুআ কবুলের সময়গুলোতে সে বিশেষভাবে দুআ করে।

কল্যাণময়ী নারী প্রতিবেশী নারীদেরও ইমান-আমলের খোঁজখবর রাখে। তাদেরকে নিয়মিত সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে, সালাতের খুশু-খুজুর দিকে মনোযোগ দেয়। দীর্ঘ সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে সালাত আদায় করে।

তার স্বামী আলিম। স্বামীর কাছ থেকে দৈনন্দিন জীবনের ফিকহি মাসায়িলগুলো সে শিখে নিয়েছে। এখন মহল্লার নারীরা মাসায়িল জিজ্ঞেস করার জন্য তার

কাছেই আসে। কেউ কেউ আবার ফোনেও মাসআলা জিজ্ঞেস করে। কঠিন মাসআলা হলে সে তার স্বামীকে অবহিত করে।

মাঝে মাঝে সে মহল্লার গরিব নারী ও শিশুদের দাওয়াত করে খাওয়ায়। কাউকে জামা কিনে দেয়। দরিদ্র তালিবে ইলমদের বইখাতা সরবরাহ করে। এলাকার এতিম ও বিধবাদের খোঁজখবর নেয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে শাইখদের বয়ান শোনে। কখনো কুরআন তিলাওয়াত শোনে। দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করে। রাত-দিন তার একটিই চিন্তা কীভাবে আমলের আরও উন্নতি করা যায়। কীভাবে মহল্লায় দাওয়াহ-কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করা যায়। মহল্লার মহিলা দায়িদের নিয়ে সে এ বিষয়ে পরামর্শ করে। হাতে নেয় নতুন নতুন দাওয়াহ-প্রকল্প।

মহীয়সী

সে বিবাহিতা। কয়েক সন্তানের মা। তার স্বামী অনেক সম্পদশালী। জায়গা-জমিন ও অর্থসম্পদ আল্লাহ তাকে অঢেল দান করেছেন। একবার তার স্বামীর এক গরিব আত্মীয় মারা যায়। তার বিধবা স্ত্রী ও ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খুবই অসহায় হয়ে পড়ে।

পুণ্যময়ী নারী তার স্বামীকে বলে, 'আপনি তার স্ত্রীকে বিয়ে করুন এবং তার সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।' এদিকে চারদিকে শোর ওঠে :

তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি!

তুমি যে এতটা নির্বোধ, তা তো জানতাম না!

কোনো মেয়ে এত সরল হয়!

তুমি কিন্তু পরে পস্তাবে!

কল্যাণময়ী নারী প্রশান্তচিত্তে জবাব দেয়, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

> "বিধবা ও এতিমের কল্যাণে যে চেষ্টা করে, সে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো।"[৫]

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্দেশ করে বলেন :

---

৫. সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৩, ৬০০৬, ৬০০৭; সহিহ মুসলিম : ২৯৮২।

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»

"আমি ও এতিমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এই রকম কাছাকাছি থাকব।"[৬]

মুসলিম এতিমদের কি আমরা এভাবে ফেলে রাখব! বিধবা মেয়েটির প্রতি কোনো করুণাই কি তোমরা অনুভব করো না? তার স্বামীর অভাব তোমরা কী দিয়ে পূরণ করবে?'—তার আশ্চর্যভাব দীর্ঘায়িত হয়।

'দুনিয়াতে হয়তো আমাকে কিছু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হলো; কিন্তু আখিরাতে আমি জিতব, না হারব তোমরাই বলো।' সবাই চুপ হয়ে যায়।

***

বিকেলে একটি দ্বীনি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার কথা। কিন্তু তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। কারণ এই সময়টি তিনি সাধারণত স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে কাটান। তিনি স্ত্রীকে দাওয়াহর ফজিলতের কথা তুলে ধরেন, যেন তিনি অনুমতি চাচ্ছেন। পুণ্যময়ী স্ত্রী খুশিমনে বলেন, 'অবশ্যই আপনি দাওয়াহর কাজে যাবেন। এতে বরং আমরাও সাওয়াব পাব।'

স্বামীর দাওয়াতি কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেলে পুণ্যময়ী স্ত্রী সবর করে। তাকে খুশিমনে কেবল দাওয়াহ-কার্যক্রমের অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং তাকে আরও উৎসাহিত করে।

এতে স্বামীর চোখে স্ত্রীর মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, তার স্ত্রী দাওয়াহর ফিকির লালন করেন।

***

পুণ্যময়ী নারী সব সময় স্বামীকে সালাতে উৎসাহিত করে। আজান শুনলেই তাকে নামাজের জন্য প্রস্তুত করে মসজিদের দিকে রওনা করিয়ে দেয়।

---

৬. সহিহুল বুখারি : ৬০০৫।

সন্তানদেরকেও বলে, 'যাও, আব্বুর হাত ধরে মসজিদে চলে যাও।'

শেষ রাতে নিজেও কিয়ামুল লাইল আদায় করে, স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। এ ছাড়াও স্বামীকে দাওয়াহ, সদাকাসহ বিভিন্ন কল্যাণকর্মে উৎসাহিত করে।

***

কল্যাণময়ী তরুণী বিয়ে করেন এমন এক তরুণ আলিমকে, যার স্ত্রী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তার সন্তানরা এখনো বড় হয়নি। সবচেয়ে ছোট সন্তানটির বয়স মাত্র কয়েক মাস। আলিম মানুষটি দাওয়াহ ও তালিমসহ বিভিন্ন দ্বীনি কার্যক্রমে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। মা-হারা সন্তানগুলো নিয়ে তিনি বেশ বেকায়দায় পড়েছেন।

কল্যাণময়ী সেই তরুণী আলিমের ঘরে এসেই পুরো সংসারটি সামলে নেয়। স্বামীকেও নিশ্চিন্তে দ্বীনি কাজ চালিয়ে যেতে বলে। তরুণী নিজেও মাদরাসার ছাত্রী ছিল। স্বামী ও সন্তানদের খিদমত করার জন্য সে আপাতত প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ রাখে। আলিম স্বামী তার এই আত্মত্যাগে অনেক সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, 'তুমি অবশ্যই অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। আমি তোমাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করব।'

***

একবার স্বামীকে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করা হয়। যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই। পুণ্যময়ী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যায়। সে স্বামীকে বলে, 'আপনি যেখানেই আমাকে নিয়ে যেতে চান, আমি চলে যাব। আমি সুখে-দুঃখে আপনার সাথে থাকব। আমি কখনোই আপনার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।'

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দাওয়াহর কাজ শুরু করে। এখানে জাহালত ও মূর্খতার অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল চারদিকে। তারা দুজন এসে যেন এই গ্রামটি নতুন করে আবাদ করে।

***

কিছু মহীয়সী নারী আছে খাঁটি সোনার মতো। জনৈক আলিম বলেন, 'আমি দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তুলেছি বিশ বছর হয়ে গেল, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো প্রথম স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্ত্রীর সমালোচনা করতে শুনিনি। উল্টো তার জন্য দুআ করতে শুনেছি।'

***

'আল্লাহ তোমাকে সুখী করুন।

আল্লাহ তোমাকে মুসিবত থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া-আখিরাতে সম্মানিত করুন।'

কথাগুলো জনৈক অন্ধ শাশুড়ির। ছেলের বউ তার হাত ধরে ওয়াশরুমে নিয়ে যাওয়ার পথে কথাগুলো বলছিলেন তিনি।

বৃদ্ধা শাশুড়ি বিরল একটি রোগে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন কয়েক বছর হয়ে গেল। পুণ্যময়ী নারী তার শাশুড়ির খিদমতে কখনো অলসতা করে না। সারাদিন অন্ধ বুড়িটির যেন তিনটিই কাজ :

সময়মতো সালাত আদায় করা।

জিকির ও তিলাওয়াত করা।

আর ছেলের বউয়ের জন্য দুআ করা। কত রকমের দুআ যে তিনি করেন। কেবল তার জন্য নয়; তার সন্তানদের জন্যও দুআ করেন। পুণ্যময়ী তরুণী বৃদ্ধা শাশুড়ির এই দুআর ফল বাস্তবজীবনে উপলব্ধি করতে পারেন।

হারোনো ভালোবাসা

শয়তান এসে পুণ্যময়ী নারীর কানে কানে বলে, সে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, এতদিন ধরে তোমাকে অমূল্যায়ন করে আসছে, তুমি কেন তার কাছে পড়ে আছ?

কেন এতদিন ধরে তাকে নিষ্ফল বোঝানোর চেষ্টা করছ?

এক কাজ করো, তুমি তার কাছ থেকে ডিভোর্স চাও।

তো আমার সন্তানদের কী হবে? মনে মনে বলে সে।

শয়তান বোঝায়, সেটি পরে দেখা যাবে।

সহসা তার বিবেক জেগে ওঠে। নাহ আমি সবর করব। আরও সবর করব। স্বামীকে বোঝাতে থাকব। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকব। একদিন না একদিন সে আমার গুরুত্ব বুঝবে।

কিয়ামুল লাইলে দুহাত তুলে মোনাজাত করে সে। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে মিনতি করে, 'হে আমার রব, আমার স্বামীকে হিদায়াত দান করো। আমাকে সবর দাও।'

গভীর রাতে সে স্বামীর সুন্দর গুণগুলোর কথা ভাবে। স্বামীর ইহসান ও অনুগ্রহগুলো স্মরণ করে। এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার বুক। মনে মনে ভাবে, লোকটি কষ্ট দিলেও তার মাঝে যেসব গুণ আছে, তাও অল্প নয়। আমার প্রতি তার অনুগ্রহও অনেক। সে স্বামীর সঙ্গে কাটানো সুন্দর দিনগুলোর কথা স্মরণ করে। ভাবতে ভাবতে কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে সে। নাহ,

তাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আল্লাহ একদিন তাকে অবশ্যই বুঝ দান করবেন।

পুণ্যময়ী নারী তার স্বামীকে বোঝাতে থাকে। নানানভাবে তাকে দ্বীনের পথে ডাকতে থাকে। আগের চেয়ে স্বামীর খিদমত আরও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু স্বামীর বদমেজাজ ও বাক্যবাণ থামে না।

একদিন স্বামী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে সে আরও দুর্বল হতে থাকে। একসময় বিছানা থেকে ওঠার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। এই দিনগুলোতে পুণ্যময়ী নারী রাতদিন এক করে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকে। কুরআন তিলাওয়াত করে। নফল সালাত আদায় করে। একফাঁকে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে।

স্বামী সারাক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে। জ্বরের ঘোরে সে কাহিল হয়ে পড়ে। স্ত্রীর এমন প্রাণ উজাড় করা সেবা ও আদর-যত্ন দেখে সে লজ্জা ও অনুশোচনায় এতটুকু হয়ে যায়। হায়, এতদিন কেন আমি আমার এমন হামদর্দ সহমর্মী জীবনসঙ্গীকে অবহেলা করেছি, কষ্ট দিয়েছি!

বিশ দিন পর যখন সে সেরে ওঠে, তখন সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়। পূর্বের ভুলের জন্য সে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পুণ্যময়ী নারী মুচকি হেসে বলে, 'আমি জানতাম, আপনি অনেক সুন্দর মনের একজন মানুষ। কিন্তু বলেন তো, আপনি হঠাৎ এমন বদলে গেলেন কেন?'

স্বামী বলে, 'যেদিন থেকে আমি এই নতুন চাকুরিতে আসি, সেদিন থেকেই আমি দ্বীনি পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হই। আমার কলিগরা ছিল সবাই বদদ্বীন। তাদের সাহচর্যেই আমি বদলে যাই; যদিও তোমার মেহনতের কারণে আমি সালাত ছেড়ে দিইনি, আমার সঙ্গীরা কেউ সালাতে নিয়মিত ছিল না। যতই আমি দ্বীন থেকে দূরে সরছিলাম, ততই আমি কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম। তোমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো। তুমি অনেক দিন সবর করেছ। আমার হিদায়াতের জন্য অনেক কষ্ট করেছ। তোমার কষ্টের প্রতিদান আল্লাহ তোমাকে দেবেন। এত কষ্ট দেওয়ার পরও তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দাওনি। এমনকি আমার দেওয়া কষ্টের কথা কাউকে জানাওনি পর্যন্ত।

আমার কঠিন দিনগুলোতেও তুমি আমার পাশে ছিলে। ইনশাআল্লাহ, খুব দ্রুত আমি আরেকটি চাকরি খুঁজব। বর্তমান চাকরিটি ছেড়ে দেবো।'

স্বামীর কথা শুনে পুণ্যময়ী নারীর মন খুশিতে ভরে যায়। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ। দীর্ঘ দিন পর স্বামীর এমন মন উজাড় করা ভালোবাসা পেয়ে ভুলে যায় এত দিনের দুঃখ-কষ্ট। সুখ ও আনন্দের এক অনাবিল ছোঁয়ায় যেন নতুন করে জেগে ওঠে এই দম্পতি।

স্বামীকে দ্বীনের পথে ডাকার কঠিন দিনগুলো, সবর ও ধৈর্যের দুঃসহ মুহূর্তগুলো এখনো তার আবছা মনে পড়ে। তবুও কেন যেন এগুলো বিশ্বাস হতে চায় না। স্বামীর মনকাড়া ব্যবহার ও হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা দেখে মনে হয়, এমন কিছু তার জীবনে ঘটেইনি...

কৃপণ স্বামী

আরেক পুণ্যময়ী নারীর ভাগ্যে জুটেছে এক কৃপণ স্বামী। সে তাকে ঠিকমতো ভরণপোষণ দেয় না। এমনকি সন্তানদের খরচও বহন করে না। কিন্তু সে হাল ছেড়ে দেয়নি। অভাবের মাঝেও সে সবর করে। স্বামীকে বোঝাতে থাকে। তাদের জন্য নিজের সম্পদ থেকে খরচ করতে থাকে। সে জানে সহিহ বুখারির সেই হাদিসটির কথা। একবার উম্মে সালামা ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি যা খরচ করি, তার বিনিময়ে কি আমি সাওয়াব পাব? আমি চাই না যে, তারা আমার হাতছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ুক। কেননা, তারা তো আমারই সন্তান।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

'হাঁ, তাদের জন্য তুমি যা খরচ করবে, তার সাওয়াব পাবে।'[৭]

পুণ্যময়ী নারী অনেক কষ্টে সন্তানদের পড়াশোনাও চালিয়ে যায় আর স্বামীকেও বোঝাতে থাকে। কিছু হাতের কাজ করে সে নিজেও সামান্য আয় করে।

স্বামীকে সে রাসুলুল্লাহর হাদিস শোনায়। আপনি যে পরিবারের জন্য ব্যয় করেন, এগুলোও সদাকার অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের দিন আপনি এর প্রতিদান পাবেন। যেসব সম্পদ আপনি দুনিয়াতে রেখে যাবেন, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সেগুলো আপনার কোনো কাজে আসবে না। সেদিন কেবল সেই সম্পদগুলোই আপনার কাজে আসবে, যেগুলো আপনি সদাকা করে যাবেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

---

৭. সহিহুল বুখারি : ৫৩৬৯।

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

'কোনো ব্যক্তি সাওয়াবের আশা নিয়ে তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের জন্য যা খরচ করে, তা সদাকা হিসেবে পরিগণিত হয়।'[৮]

ইনশাআল্লাহ পরিবারের জন্য আপনার ব্যয়িত প্রতিটি পয়সার প্রতিদান আপনি আল্লাহর কাছে পাবেন। বরং পরিবারের জন্য খরচ করাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দিনার দিয়ে দাস মুক্ত করেছ, একটি দিনার নিঃস্বদের দান করেছ এবং একটি দিনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ—এর মধ্যে সাওয়াবের দিক থেকে সেই দিনারটিই উত্তম, যা তুমি পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।'[৯]

পরিবারের জন্য ব্যয় করার এমন ফজিলত শুনে কৃপণ স্বামী কিছুটা বিস্মিত হয়। সে ধীরে ধীরে পরিবারের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করতে শুরু করে এবং খরচের ক্ষেত্রে উদার হতে থাকে।

এভাবে অব্যাহতভাবে দাওয়াহর কাজ করার ফলে স্বামীর কৃপণতা কমে আসে। এভাবে পুণ্যময়ী নারীরা কোথাও হাল ছেড়ে দেয় না। বরং সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যায়।

---

৮. সহিহুল বুখারি : ৫৫।
৯. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫।

মহিলা ডাক্তার

পুণ্যময়ী এক মহিলা ডাক্তারের কথা। পরিপূর্ণ পর্দা মেনে সে নারীদের চিকিৎসা করে। হাসিমুখে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে। ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সমস্যার কথা শোনে। কথায় কথায় তাদেরকে দ্বীনের পথে আহ্বান করে। সালাত ও সিয়ামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সদাকার ফজিলত ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরে।

পুণ্যময়ী সেই নারী যন্ত্রণায় কাতর রোগীদের সান্ত্বনা দেয়। ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়। তাদেরকে রাসুলুল্লাহর হাদিস শোনায় :

> لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ
>
> 'কোনো বান্দা মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়, যে মুসিবতে সে পড়েছে, তা কখনোই সে এড়িয়ে যেতে পারত না এবং যে মুসিবতে সে পড়েনি, তা কখনোই তার ওপর আপতিত হতো না।'[১০]

রোগীদেরকে সে বিভিন্ন দ্বীনি কিতাব হাদিয়া দেয়। রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করার পরামর্শ দেয়। সে বলে, 'ওষুধ হলো কেবল অসিলা। সুস্থতা দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন।'

তার দাওয়াহ কেবল রোগীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সহকর্মীদেরকেও সে দ্বীনের পথে আহ্বান করে। সবাইকে পূর্ণাঙ্গ শরয়ি পর্দা মেনে চলার পরামর্শ

---

১০. সুনানুত তিরমিজি : ২১৪৪।

দেয়। সে তাদের বলে, 'হাসপাতাল দাওয়াহর একটি উর্বর ময়দান। কারণ এখানে যারা আসে, তাদের অন্তর খুবই নরম থাকে। নরম হৃদয়ে নাসিহা বেশি প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া ডাক্তারদের কথাকে সবাই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। তাই ডাক্তাররা হতে পারে প্রভাবশালী দায়ি।'

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ হাসপাতালগুলো যেন বিরানভূমি। সেখানে দাওয়াহর কাজ করার কেউ নেই। দাওয়াহর এত বড় একটি ময়দান এভাবে খালি পড়ে আছে, ভাবতেই কষ্ট হয়। ডাক্তারদের মধ্যে যদি একদল দায়ি তৈরি হতো, তাহলে হাসপাতালগুলোর অবস্থা আমূল বদলে যেত।

সহজ দান

পুণ্যময়ী নারী অপচয় ও অপব্যয়ের মহড়া দেখে ব্যথিত হয়। ছয়মাস পর পর সে কাপড়ের আলমারিগুলো পরিষ্কার করে। অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় জামাগুলো সে আলাদা করে রাখে। তারপর সেগুলো সমাজের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে। তারা পরার জন্য কাপড় পায় না; অথচ আমাদের আলমারিগুলো জামা-কাপড়ে ঠাসা।

বিশেষ করে শীত শুরু হওয়ার আগে পুণ্যময়ী নারী বিগত বছরের ব্যবহৃত উলের কাপড়গুলো একত্রিত করে। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে ফোন করে বলে, তাদের অতিরিক্ত কাপড়গুলো তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। অব্যবহৃত লেপ, তোষক, কম্বল ইত্যাদিও সে সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলো অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দেয়।

শীতের তীব্রতায় দরিদ্র মানুষগুলো কত কষ্ট পায়! রাত জেগে তারা আগুন পোহায়। চটের বস্তা গায়ে জড়িয়ে শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। অথচ আমাদের ঘরে কম্বল রাখার জায়গা নেই।

পুণ্যময়ী নারী স্বামীকে বলে, 'আমাদের মহল্লায় আর পাশের বস্তিতে একজন মানুষও যদি শীতে কষ্ট পায়, তাহলে আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দিতে হবে। শীতের দিনগুলো আমরা কত আনন্দে কাটাই! নরম বিছানা ও কোমল কম্বল জড়িয়ে আমরা রাতভর বেঘোরে ঘুমাই! অথচ গরিব মানুষগুলো শীতের পুরো সময়টাই বড় কষ্টে অতিবাহিত করে! আপনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের কাছে থাকা অতিরিক্ত গরম কাপড় ও কম্বলগুলো আমাকে এনে দিন। এগুলো আমি গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেবো। মহল্লার ধনীদের কাছ থেকে কম্বল কেনার জন্য একটি ফান্ড সংগ্রহ করুন।'

সে নিজেও বসে থাকে না। প্রতিবেশী নারীদের সদাকা করতে উৎসাহিত করে। দেখতে দেখতে বিশাল অঙ্কের ফান্ড দাঁড়িয়ে যায়। স্বামীকে দিয়ে অনেকগুলো কম্বল ও গরম কাপড় সংগ্রহ করে সে। তারপর সেগুলো গরিবদের মাঝে বিতরণ করার ব্যবস্থা করে।

দৃঢ় মনোবল

শৈশব থেকে আমার স্বপ্ন আমি একজন আলিমা হব। উম্মাহর নারীদের তালিম-তরবিয়তের মহান পেশায় আত্মনিয়োগ করব।

আমি সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন আমাকে দ্বীনের খিদমতের জন্য কবুল করেন। রাত-দিন এক করে মেহনত করতাম। মাদরাসার শিক্ষিকাগণও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। সব সময় আমি তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেতাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি আলিমা হতে সক্ষম হই।

সবাইকে আমি আমার স্বপ্নের কথা বলতাম। আমার শিক্ষিকাগণ আমাকে খুবই উৎসাহিত করতেন। আবার অনেক বান্ধবী বলত, 'বিয়ের আগে অনেকেই দাওয়াহ ও তালিমের কথা বলে। কিন্তু বিয়ের পর তাদের সকল উদ্যম হারিয়ে যায়। স্বামী-সন্তানের দেখাশোনা ও পারিবারিক কাজেই তারা ডুবে যায়।'

আমি বলতাম, 'নাহ, আমি হাল ছেড়ে দেবো না। ইনশাআল্লাহ, আমি দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাব। আল্লাহ আমাকে তাওফিক দেবেন।'

বিয়ের আগ পর্যন্ত আমি একটি মাদরাসায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকতা করি। হাজারো মেয়ের অন্তরে রোপণ করি দ্বীনি ইলমের প্রতি ভালোবাসার বীজ। তাদের উৎসাহিত করি, শুধু তোমরা নও, তোমাদের মেয়েদেরকেও অবশ্যই আলিমা বানানোর চেষ্টা করবে। সব সময় দাওয়াহ ও তালিমের সঙ্গে জুড়ে থাকার চেষ্টা করবে। নিজের পরিবার তো বটেই, প্রতিবেশী নারীদের মাঝেও কুরআন শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে। যেখানেই থাকো মহল্লার নারীদের নিয়ে দাওয়াহর কাজ করার চেষ্টা করবে।

অবশেষে একদিন আমারও শাদি হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আমার স্বামীও একজন তরুণ আলিম। পেশায় তিনি লেখক ও শিক্ষক। তালিম ও দাওয়াহর কাজে তিনি খুবই উৎসাহী। বান্ধবীরা আমাকে যে ভয় দেখাত, বিয়ের পরে আমি তালিম ও দাওয়াহর উদ্যম হারিয়ে ফেলব, আল্লাহর রহমতে আমি সবার মতো সংসারের ব্যস্ততায় দ্বীনের খিদমত থেকে ছিটকে পড়িনি।

আমি বাড়ির আঙিনায় একটি কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র খুলি। সকালে মহল্লার কচিকাঁচারা এসে ভিড় জমায় সেখানে। সবাইকে আমি কুরআন শিক্ষা দিই। আসরের পর মহল্লার মেয়েদেরকে হিফজুল কুরআনের দরস দিই। আমাদের বাড়ির দুতলায় মেয়েদের জন্য একটি ইসলামি লাইব্রেরি খুলি। আমার স্বামীর সহায়তায় আকিদা, ফিকহ ও দ্বীনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো কিতাব সংগ্রহ করি। লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে মহল্লার নারীদের আলাদা একটি দাওয়াহ-সার্কেল গড়ে ওঠে।

আলহামদুলিল্লাহ, কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দাওয়াহ-কার্যক্রম সমাজের নারীদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আরও অনেক নারী আমাদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। লাইব্রেরি-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মজলিশগুলোতে নারীদের বিভিন্ন দ্বীনি প্রয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দাওয়াহ-কার্যক্রমের পাশাপাশি আমরা সমাজের দরিদ্র পরিবারগুলোরও খোঁজখবর করতে শুরু করি। লাইব্রেরির সদস্যরা গরিবদের সহায়তার জন্য একটি সদাকাফান্ড প্রতিষ্ঠা করে। মহল্লার গরিব পরিবারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হয়। দাওয়াহ, তালিম, সদাকা ইত্যাদির সম্মিলনে এক অভূতপূর্ব দ্বীনি আবহ তৈরি হয় আমাদের চারপাশে। মহল্লার জামে মসজিদের খতিব সাহেব আমাদের এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর স্ত্রীও আমাদের দাওয়াহ-কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ফান্ড সংগ্রহ করে দেন। আমাদের লাইব্রেরি আরও সমৃদ্ধ হতে থাকে।

অনুপম দৃশ্য

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দরোজার দিকে ছুটে যায় মা। স্বাগত জানায় প্রিয় স্বামীকে। সন্তানরা বাবা বাবা বলে ছুটে আসে। অনেকগুলো জিনিসপত্রের বোঝা হাত থেকে নামিয়ে রাখে সে।

কল্যাণময়ী মা দেখে স্বামীর আনা টিন ও কার্টুনগুলোতে অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। মা শিশুদের ডেকে বলে, 'এদিকে এসো তো একটু। চলো, ছবিগুলো একটু মুছে দিই। জানো তো, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি থাকলে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না।"'[১১] শিশুরা গাঢ় কালির মার্কার কলম নিয়ে ছুটে আসে। কলমটি মা এই কাজের জন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন। হাসতে হাসতে কাজটি করে ফেলে তারা। মুছে যায় সবগুলো প্রাণীর ছবি। এটি শিশুদের তরবিয়তের অনুপম একটি দৃশ্য।

***

মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে আছে তার। কয়েক মাস থেকে সালাতে কেমন অমনোযোগী হয়ে পড়েছে সে। পরিবারে একটা না একটা জটিলতা লেগেই থাকে। স্বামী, সন্তান, এমনকি নিজেকে নিয়েও সে নানান দুশ্চিন্তায় ভোগে। দিনগুলো কেমন অস্থিরতায় কাটে। কেন এমন হচ্ছে?

সহসা কী একটি চিন্তা ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার মনে। নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে পড়েছি না তো? গুনাহ ও নাফরমানির কারণেই কি আমি মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি?

---

১১. সহিহুল বুখারি : ৩৩২২।

তাওবা ও ইসতিগফারে মনোনিবেশ করে সে। সালাতগুলো গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতে শুরু করে। অনেক দিন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় না। কিয়ামুল লাইল আদায় করা হয় না। হয়তো এগুলোর অভাবেই মনটা এমন আনচান করছে।

সত্যিই মনটা তার আবার চাঙা হয়ে ওঠে। কাজকর্মে ফিরে আসে উদ্যম। সম্পর্কগুলোও আবার হয়ে ওঠে সহজ ও স্বাভাবিক।

আসলেই সকল মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ হলো, গুনাহ আর ইবাদতে গাফিলতি।

***

পুণ্যময়ী নারী নিয়মিত সদাকা করে। কারণ সে জানে সদাকার বিপুল ফজিলতের কথা। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

> 'তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও এক টুকরো খেজুর সদাকা করে হলেও।'[১২]

বাড়ির পরিচারিকাকেও সে বেতনের অতিরিক্ত কিছু টাকা হাতে দেয়। সন্তানদের জন্য নতুন জামা-কাপড় কিনলে তার জন্যও কেনে। তার পরিবারেরও খোঁজখবর রাখে।

***

পুণ্যময়ী নারীর জবান সব সময় জিকিরে সিক্ত থাকে। বেহুদা আড্ডা কিংবা গল্পগুজব থেকে সে সব সময় দূরে থাকে। সকাল-সন্ধ্যার আজকারগুলো সে বড় গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করে। সন্তানদেরকেও সে এগুলো শেখায়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করে। রান্নাবান্না বা অন্যান্য কাজ করার সময়ও সে চুপ থাকে না। কাজ করতে করতে সে জিকির করে যায়। এতে সে

---

১২. সহিহুল বুখারি : ১৪১৭।

অন্তরে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করে। এই জিকিরের কারণে সে জবানের অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদিসটির কথা সে সব সময় মনে রাখে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[১৩]

***

পুণ্যময়ী নারী সব সময় দুআ করে, আল্লাহ যেন তাকে সারা জীবন পর্দা করার তাওফিক দেন। রোগাক্রান্ত হলে সে যথাসম্ভব মহিলা ডাক্তারের কাছেই যায়। অসুস্থতার সময়ও সে পর্দার কথা ভুলে না।

আপন কন্যাদেরকেও সে শৈশব থেকেই পর্দা করতে শেখায়। তাদের স্বভাবে হায়া ও লজ্জার গুণ যেন সৃষ্টি হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। তাদেরকে ঢিলেঢালা পোশাকে অভ্যস্ত করে তোলে। বেপর্দা ও নির্লজ্জতার প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে। যেসব অনুষ্ঠানে পর্দার ব্যবস্থা থাকে না, সেসব অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করে না। সে সাফ বলে দেয়, 'আমাকে যদি অনুষ্ঠানে আনতে চাও, তবে পর্দার ব্যবস্থা করো।'

***

রান্নাঘরে কাজ করছিল মা ও তার দুই মেয়ে। এমন সময় জোহরের আজান শোনা গেল। মা তৎক্ষণাৎ কাজ থামিয়ে বলে ওঠেন, 'আম্মু, তোমরা কাজ বন্ধ করো। সবার আগে সালাত। সালাত ঠিক তো সব ঠিক। চলো, অজু করে এসো। সালাত আদায় করেই আমরা বাকি কাজ করব ইনশাআল্লাহ।'

এভাবে পুণ্যময়ী নারী সন্তানদের সালাতের তালিম দেন। কখনো এমন হয়নি কাজের জন্য সে সালাত পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে সন্তানদের মনে এ কথা গেঁথে

১৩. সহিহুল বুখারি : ৬০১৮।

যায়, সালাতের সময় হলে আর কোনো কাজ করা যায় না। আগে সালাত পরে অন্য কিছু। কারণ তাদের মাকে তারা কখনোই সালাতকে পিছিয়ে দিতে দেখেনি।

শুধু মেয়েদেরকে নয়, ছেলেদেরকে সে মসজিদের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেয়। আজান হওয়ার আগেই সালাতের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলে। 'আব্বু, একটু পরেই জোহরের আজান হবে। অজু করে জামা পরে প্রস্তুতি নাও। আজান হলেই যেন আব্বুর সাথে মসজিদের দিকে রওনা হতে পারো।'

সন্তানরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো আদায় করছে কি না, এই বিষয়টি পুণ্যময়ী নারী সংসারের অন্যসব কাজের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তার চোখের সামনে জেগে থাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণী :

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

'সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের হুকুম করো। দশ বছর বয়সে সালাতের জন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'[১৪]

আলহামদুলিল্লাহ! মায়ের দেখাদেখি সন্তানরাও সালাতে নিয়মিত হয়ে ওঠে। তারা বরং অপেক্ষা করে থাকে, কখন সালাতের সময় আসবে। কখন জায়নামাজ বিছিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।

***

কল্যাণময়ী নারী সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করে। বিশেষ করে দুআ কবুলের সময়গুলোতে সে আল্লাহর দরবারে হাত তুলতে ভুলে না। বিপদে-মুসিবতে সে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে।

---

১৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৫।

জুমাআবার আসরের সালাতের পরের সময়টুকু সে কেবল দুআ ও আজকারের জন্য উৎসর্গ করে। এই সময় সে কোনো কাজ করে না। প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দুআ করে। স্বামী ও সন্তানদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

***

পুণ্যময়ী নারী রাতের নির্জন প্রহরে কিয়ামুল লাইল আদায় করে। স্বামীকেও সে কিয়ামুল লাইল আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। শেষ রাতে তারা একে অপরকে ডেকে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদিসটির ওপর আমল করতে পেরে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, যেখানে তিনি বলেছেন :

> رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

> 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, যে রাতে জেগে উঠে সালাত আদায় করে আর নিজের স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও সালাত আদায় করে। স্ত্রী যদি উঠতে না চায়, তবে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা এমন নারীর প্রতিও দয়া করেন, যে রাত জেগে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও সালাতের জন্য জাগিয়ে দেয়। স্বামী যদি উঠতে না চায়, তবে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।'[১৫]

---

১৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৮।

পুণ্যময়ীর রমাদান

রজব মাস আসতেই পুণ্যময়ী নারীর হৃদয়ে শুরু হয়ে যায় এক সুখময় অস্থিরতা। তার জীবনজুড়ে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। অন্তরের গভীরে ধ্বনিত হয় একটিই আওয়াজ : রমাদান আসছে... রমাদান আসছে...

রজব মাস থেকেই সে রমাদানের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়; যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় রমাদানে পদার্পণ করতে না হয়। আসন্ন রমাদানকে সফল ও সার্থক করে তুলতে সে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে বেশি বেশি দুআ করে :

'ইয়া আল্লাহ, আমার হায়াতে আপনি বরকত দিন।

আমার হায়াতকে রমাদান পর্যন্ত প্রলম্বিত করুন।

হে আমার রব, আমাকে রমাদানের রহমত ও বরকত হাসিল করার তাওফিক দিন।

আমার মালিক, আমাকে সুস্থতা দান করুন। আমার দেহে শক্তি দিন; যাতে রমাদানে আমি প্রাণভরে আপনাকে ডাকতে পারি, আপনার ইবাদত করতে পারি।'

রমাদান কীভাবে কাটাবে, এই নিয়ে সে পরিকল্পনা তৈরি করে। বড় ও ভারী কাজগুলো এখন থেকে সেরে ফেলতে শুরু করে; যাতে রমাদানে দুনিয়াবি কাজকর্মের পেছনে ছুটতে না হয়। রমাদানে যেসব দ্বীনি কিতাবাদি পড়ার নিয়ত করেছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে রমাদানের ফাজায়িল ও মাসায়িল নিয়েও অল্পবিস্তর পড়াশোনা করে।

বিগত রমাদানের কাজা থাকলে সেগুলো আদায় করতে শুরু করে; যাতে আগামী রমাদান আসার পূর্বেই নিজের জিম্মায় থাকা সব রোজার কাজা থেকে ফারেগ হয়ে যেতে পারে।

সালাতের প্রতি মনোযোগ আরও বাড়িয়ে দেয়। ফরজ সালাতের পাশাপাশি কিছু কিছু নফল সালাতও পড়তে শুরু করে। গুনাহ ও নাফরমানি থেকে একেবারেই দূরে সরে যায়। পূর্বের কৃত গুনাহগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করে। কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। কিছু কিছু সদাকা করতেও শুরু করে। পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদেরকে আসন্ন রমাদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

শাবান মাসে পদার্পণ করতেই তার আমলের গতি আরও বেড়ে যায়। সে আরও তৎপর হয়ে ওঠে। রমাদানের প্রস্তুতি হিসেবে শাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখে; যাতে রমাদান শুরু হওয়ার পূর্বেই সে রোজায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

সাইয়িদুনা উসামা বিন জাইদ ﵁ বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, শাবান মাসের মতো আর কোনো মাসে তো আপনাকে এত রোজা রাখতে দেখিনি?" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

> "রজব ও রমাদানের মাঝের এই মাসটির ব্যাপারে মানুষ গাফিল থাকে। এই মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আমি রোজাদার অবস্থায় যেন আমার আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়।"'[১৬]

শাবান মাসে সে কুরআন তিলাওয়াতে রজব মাসের চেয়েও বেশি সময় দেয়। রমাদান শুরু হওয়ার আগেই একটি খতম দিয়ে দেয়। রাত জেগে কিয়ামুল লাইল আদায় করতে থাকে।

---

১৬. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ২৬৭৮; হাদিসের মান : হাসান।

এভাবে পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় সে রমাদানে পদার্পণ করে। ফলে সে রমাদানের মুবারক সময়গুলো থেকে ভরপুর উপকৃত হওয়ার তাওফিক লাভ করে। রমাদানের চব্বিশটি ঘণ্টা তার কাটে ইবাদতে এবং স্বামী ও সন্তানদের খিদমতে। স্বামী ও সন্তানদের খিদমতকেও সে ইবাদত হিসেবে নেয়। কারণ এর কারণেও সে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।

রমাদানে সে খাওয়াদাওয়ার ওপর বেশি জোর দেয় না। বরং আমলের প্রতিই তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করে। স্বামীকে সে বুঝিয়ে বলে, রমাদান মোটেও খাওয়াদাওয়ার মাস নয়। বিভিন্ন আইটেমের খাবার তৈরি করে খাওয়ার জন্য পুরো বছরটা পড়ে আছে। রমাদানের সময়টুকুকে আমলের মাঝে কাটানো উচিত। এক দুই আইটেমের খাবার খেলেই আমাদের চলে যায়। বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কথায় স্বামীও সম্মতি প্রদান করে। ফলে তাকে বেশি সময় রান্নাঘরে কাটাতে হয় না। যতক্ষণ রান্নাবান্নার কাজ করে সে জবানে জিকির জারি রাখে। ফলে রান্নার সময়টুকুও ইবাদতহীন কাটে না।

গিবত ও পরনিন্দা থেকে সে বহু দূরে থাকে। বরং রমাদান উপলক্ষে সে প্রতিবেশী নারীদের নিয়ে বিভিন্ন দাওয়াহ-কর্মসূচি পালন করে। বিকেলে হিফজুল কুরআনের দরস দেয়।

এভাব সালাত, সওম, সদাকা, জিকির, তিলাওয়াত, দাওয়াহসহ নানান আমলে ভরে থাকে পুণ্যময়ীর রমাদান। বছরজুড়ে সে রমাদানের মেহনতের সুখ ও কল্যাণ অনুভব করে। এই একটি মাস যেন সে পুরো বছরের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করে।

কনে নির্বাচন

পুণ্যময়ী তরুণী তার বড় ভাইকে বলে, 'ভাইয়া, বিয়ে কবে করবেন? অনেক মেয়ে নাগালে আছে। আব্বুও আপনার বিয়ের কথা ভাবছেন।'

কিন্তু যখনই সে বিয়ে করতে সম্মতি জানায়, মা-বোনদের চোখ থেকে সব মেয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। মাসের পর মাস যায় মেয়ে আর মেলে না। মেয়ে দেখতে দেখতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পরিচিত-অপরিচিত সবার দুয়ারে কড়া নাড়ে। কেউ সামান্য খাটো, আবার কেউ বেখাপ্পা লম্বা। কেউ বেশি চিকন তো আবার কেউ বেশি মোটাসোটা। আবার মেয়ে পছন্দ হয় তো পরিবার পছন্দ হয় না।

কনে নির্বাচনের এই যুদ্ধে সবার ঘুম হারাম হয়ে যায়। কেটে যায় দীর্ঘ সময়। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারে, এতগুলো শর্ত ধরে থাকলে মেয়ে পাওয়া যাবে না। তাই তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া শুরু করে।

পুণ্যময়ী তরুণী জানে, তার ভাইয়ের জন্য কেমন মেয়ে ঘরে তুলতে হবে। তাই সে সবাইকে বলে, 'প্রথমে দ্বীনদার কি না দেখো। যদি দ্বীনদার হয়, তবে আমরা ঠকব না। আর যদি সব গুণ থাকে; কিন্তু দ্বীনদারি না থাকে, তাহলে এমন মেয়েতে কল্যাণ নেই।' সে সবাইকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেয় :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

'চারটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়—তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারি। তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও, নতুবা ধূলি ধূসরিত হোক তোমার হস্তদ্বয়।'[১৭]

অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। অবসান ঘটে দীর্ঘ যাচাই-বাছাইয়ের। সেদিন তারা জনৈক আলিমের বাড়িতে মেয়ে দেখতে যায়। কলিং বেল টিপতেই অনিন্দ্য সুন্দরী এক কিশোরী দরোজা খুলে দেয়। মুখে তার জান্নাতি হাসি। সে আসলে জানেই না, আমরা কারা? কেন এসেছি?

আমরা ড্রয়িংরুমে বসতেই মেয়ের মা এসে আমাদের স্বাগত জানান। তার মুখ হাস্যোজ্জ্বল। মা ও মেয়ের চেহারায় কী অদ্ভুত মিল! পরিবারের নিখুঁত পর্দাব্যবস্থা ও দ্বীনদারি দেখে আমরা আশ্বস্ত হই।

আলহামদুলিল্লাহ, এই দ্বীনদার কনে পেয়ে আমার ভাইয়া দাম্পত্য জীবনে বেশ সুখী হয়েছেন।

১৭. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০।

যাত্রা-বিরতি

আমার মুসলিম বোন!

উপসংহার পর্যন্ত পৌছার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আপনি তীব্র গতিতে ছুটে চলেছেন। আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করুন। তিনি যেন আপনাকে দ্বীনের পথে অটল-অবিচল রাখেন। আপনাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, ইখলাসই দ্বীনের সারবস্তু। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।'[১৮]

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

'জেনে রেখো, একনিষ্ঠ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।'[১৯]

আখিরাত পানে চলার সময় পথের ধুলো যেন আপনার জন্য কষ্টকর না হয়। আপনাকে যেন ক্লান্তি বা বিরক্তি পেয়ে না বসে। অনেক মানুষ এমন আছে, যারা নিজের আমলের কথা জাহির করতে পছন্দ করে এবং মানুষের সামনে আবিদ হিসেবে পরিচিত হতে ভালোবাসে। এই অসুস্থ মানসিকতাকে রিয়া বলে।

ওয়াল্লাহি, এই রোগ উম্মাহর জন্য দাজ্জালের চেয়ে বেশি ভয়ংকর। একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

১৮. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৫।
১৯. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৩।

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟»

'আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ে জানাব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসিহ দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয়ংকর?'

সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!' তিনি বলেন :

«الشِّرْكُ الْخَفِيُّ»

'গোপন শিরক বা রিয়া।'[২০]

এই গোপন শিরক থেকে সে ব্যক্তিই নিরাপদ থাকে, যে নিজের বদআমলের মতো নেকআমলগুলোকেও গোপন রাখে।

ইখলাসের সঙ্গে যে আমল করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও আল্লাহ তাআলা তার ভরপুর প্রতিদান দেবেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'একটি আমল যখন কোনো মানুষ এমনভাবে করে যে তাতে ইখলাস ও আল্লাহর দাসত্ব পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা অনেক কবিরা গুনাহও মাফ করে দেন'—যেমনটি তিরমিজি[২১] ও ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে এসেছে, সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতের সামনে জনৈক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে উপস্থিত করবেন। তারপর তার আমলের নিরানব্বইটি নথি[২২] খুলবেন। প্রতিটি নথি দৈর্ঘ্যে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, "এখান থেকে কোনো একটি গুনাহ কি তুমি অস্বীকার করবে? আমার হিসাবরক্ষক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর কোনো অবিচার করেছে?" সে বলবে, "না, হে আমার রব!" আল্লাহ বলবেন, "তোমার কি কোনো কৈফিয়ত আছে?" সে বলবে, "না, হে আমার প্রতিপালক!" আল্লাহ

২০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২০৪।
২১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৩৯।
২২. রেকর্ড বই।

বলবেন, "তবে আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে—আজ তোমার ওপর অবিচার করা হবে না।" অতঃপর তিনি একটি চিরকুট বের করবেন, যাতে লেখা থাকবে : (أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)। তারপর আল্লাহ বলবেন, "এবার তোমার ওজন দেখো।" সে বলবে, "(গুনাহে ভরা) এতগুলো নথিপত্রের বিপরীতে এই সামান্য চিরকুটে কী হবে?" আল্লাহ বলবেন, "তোমার ওপর জুলুম করা হবে না।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তারপর এক পাল্লায় গুনাহের নথিপত্র এবং অপর পাল্লায় চিরকুটটি রাখা হবে—নথিগুলো হালকা এবং চিরকুটটি ভারী প্রমাণিত হবে। বস্তুত, আল্লাহর নামের চেয়ে কোনো কিছু ভারী হতে পারে না।""[২৩]

ইবনে তাইমিয়া ﵀ এই হাদিসও উল্লেখ করেন :

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ

'একটি কুকুর পানিভর্তি এক কূপের চারপাশে ঘুরছিল, তৃষ্ণায় কুকুরটি প্রায় মারা যাচ্ছিল; এ অবস্থায় এক বেশ্যা নারী সেটাকে দেখতে পায়। সে তখন নিজ পায়ের মোজা খুলে কুকুরের জন্য তাতে পানি নেয় এবং কুকুরটিকে পান করায়। এই আমলের বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[২৪]

তারপর বলেন :

فَهَذِهِ سَقَتِ الْكَلْبَ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ كَانَ فِي قَلْبِهَا فَغُفِرَ لَهَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ كُلُّ بَغِيٍّ سَقَتْ كَلْبًا يُغْفَرُ لَهَا. وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَعَلَهُ إِذْ ذَاكَ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ، [وَإِخْلَاصٍ] قَائِمٍ بِقَلْبِهِ، فَغُفِرَ لَهُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ

---

২৩. মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২১৮।

২৪. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬৭, সহিহ মুসলিম : ২২৪৫।

'এই বেশ্যা মহিলাটি অন্তরে বিশুদ্ধ ইমান নিয়ে কুকুরকে পানি পান করিয়েছে বলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নয়তো কুকুরকে পানি পান করালেই সব বেশ্যাকে ক্ষমা করা হবে এমন নয়। অতএব আমলসমূহের সাওয়াব অন্তরের ইমান ও ইখলাসের পরিমাণ অনুসারে বৃদ্ধি পায়।'[২৫]

যে ব্যক্তি ইখলাসহীন নেক আমল করবে, তার এই আমলের কোনো মূল্য নেই। এমন আমলের জন্য সে সাওয়াব পাবে না। এমনকি আমলটি কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় ও কুফফারের বিরুদ্ধে জিহাদের মতো কোনো মহান কাজ হলেও আমলকারীকে সম্মুখীন হতে হয় কঠোর সতর্কবাণীর।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

'তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।'[২৬]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, '"সর্বোত্তম" অর্থ হলো, "সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিক।"' লোকেরা জিজ্ঞেস করেন, '"সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিক" হওয়ার মর্ম কী?' তিনি উত্তর দেন, 'আমল যদি খাঁটি তথা বিশুদ্ধ নিয়তে হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, তবে কবুল করা হবে না। আর যদি সঠিক হয়, কিন্তু খাঁটি না হয়, তাহলেও তা কবুল করা হবে না। সেই আমলই গ্রহণযোগ্য, যা খাঁটি ও সঠিক। খাঁটি অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া, আর সঠিক অর্থ সুন্নাহনির্দেশিত পন্থায় হওয়া।' অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

২৫. মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২২১।
২৬. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ২।

'অতএব যে তার রবের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।'[২৭]

পুণ্যময়ী বোন আমার!

আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিন। কল্যাণের সঞ্চয় ও পুণ্যের চাষ করছেন আপনি। আপনাকে আরও উপদেশ দিচ্ছি, কল্যাণ ও পুণ্যের এই ভান্ডার অচল পণ্য ও পচা রক্ত-মাংসের বিনিময়ে ধ্বংস করবেন না। অচল পণ্য ও পচা রক্ত-মাংস হচ্ছে জবানের উপার্জন তথা গিবত, চোগলখোরি, মিথ্যা ও ঠাট্টা। তাদের দলে যোগ দেবেন না, যারা পুঁজি সঞ্চয় করার পর বিনষ্ট করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَتَدْرُونَ مَن الْمُفْلِسُ؟

'তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে?'

সাহাবায়ে কিরাম বলেন, 'আমরা তো নিঃস্ব বলি, যার টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পদ নেই।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتِي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتِي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

'আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম, জাকাত ইত্যাদি নিয়ে আসবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কারও রক্ত প্রবাহিত করেছিল, কাউকে

---

২৭. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১১০।

প্রহার করেছিল—ফলে এসব অন্যায়ের পরিবর্তে তার নেকিগুলো জুলুম অনুপাতে ওই মজলুমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। দিতে দিতে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তবে ওদের গুনাহগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে হলেও তার জুলুমের শোধ নেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।'[২৮]

২৮. আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি : ৭২৪০, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪।

শিশুশিক্ষা

কল্যাণময়ী এক নারী বলে, 'বান্ধবীরা আমাকে ডাকে "দুআর মা" বলে। কারণ আমি হাদিসে বর্ণিত দুআগুলো নিয়ে খুব মেহনত করি। শিশুদের শেখাই কখন কোন দুআ পড়তে হবে। ওদের শেখাতে গিয়ে আমার দুআগুলো ঠোঁটস্থ হয়ে যায়। শিশুরাও সহজেই দুআগুলো শিখে নেয়।

ঘুম থেকে উঠে কোন দুআ পড়তে হয়

হাঁচি দেওয়ার পর কী বলতে হয়

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কী বলতে হয়

ঘরে প্রবেশ করার সময় কোন দুআ পড়তে হয়

ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় কোন দুআ পড়তে হয়

বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় কোন দুআ পড়তে হয়

কারও মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কী বলতে হয়

গাড়িতে চড়লে কী দুআ পড়তে হয়

এ রকম দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য দুআ আমি শিশুদের কণ্ঠস্থ করিয়ে দিই।

শিশুদের যখন তাদের কচি কণ্ঠে যথাযথ স্থানে এই দুআগুলো পড়তে দেখি, আমার খুব ভালো লাগে।'

***

কল্যাণময়ী নারী একবার জনৈক আত্মীয়ার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখে শিশুরা রংবেরঙের কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ছে। তার একটি হাতে তুলে নিয়ে দেখে এগুলো মুসলিম শিশুদের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। ম্যাগাজিনগুলোতে ছবি অঙ্কন ও কার্টুন দেখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। পাতায় পাতায় পাশ্চাত্য নষ্ট সভ্যতার ছাপ।

সে তার আত্মীয়াকে বলে, 'আপনি সন্তানদের জন্য আরও ভালো মানের কিছু দ্বীনি ম্যাগাজিন সংগ্রহ করুন। এগুলো পড়ে শিশুরা ভুল ম্যাসেজ পাবে। আমি আপনাকে দুয়েকটি উন্নত মানের শিশুতোষ ইসলামি ম্যাগাজিনের নাম-ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। আগামী মাস থেকে ইনশাআল্লাহ এগুলোই সন্তানদের হাতে তুলে দিন।'

***

পুণ্যময়ী নারী ভাবে, আজকের মায়েরা জানে না, কীভাবে সন্তানদের শিক্ষা দিতে হয়। কীভাবে দ্বীনি ভাবধারায় বড় করে তুলতে হয়। তাই সে প্যারেন্টিং ও সন্তান প্রতিপালন-বিষয়ক বেশ কিছু ইসলামি বই কিনে মহল্লার নারীদের মাঝে বিতরণ করে। এ ছাড়াও কিছু শিশুতোষ ইসলামি ম্যাগাজিনও সে নিয়মিত সংগ্রহ করে। এগুলো শিশুদের মাঝে বিতরণ করে। মায়েরা ম্যাগাজিনগুলো পেয়ে অনেক খুশি হয়। তারা নিজেরাও প্রতি মাসে এসব ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতে শুরু করে। কেউ কেউ দাওয়াহর নিয়তে বিতরণ করার উদ্যোগও গ্রহণ করে। এভাবে মহল্লায় শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

নাসিহা

পুণ্যময়ী নারী সব সময় অন্তরে দাওয়াহর চেতনা লালন করে। যখনই কাউকে শরিয়াহ-বিরোধী কাজ করতে দেখে, সে হিকমাহর সঙ্গে নাসিহা করে।

- আপনি তো মাশাআল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। সালাতের মতো পর্দাও তো ফরজ। এখন যদি আস্তে আস্তে পর্দাটাও ধরতেন, আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় হয়ে যেতেন আপনি। আপনার মতো একজন নামাজি বোনের সাথে বেপর্দা চলাফেরা একেবারে যায় না। আর বেপর্দা চলার শাস্তি কত ভয়াবহ, তা জানলে পর্দার বিষয়টিকে আপনি এভাবে সহজভাবে নিতে পারবেন না। এই নিন পর্দাবিষয়ক একটি বই। ইনশাআল্লাহ এটি আপনাকে পর্দা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

- আপনি তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কথা বলেন। আপনার কথা শুনলে আমার ভালো লাগে। কিন্তু আপনি যদি অন্যদের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলা বর্জন করতেন, আপনার ব্যক্তিত্ব আরও উন্নত হতো। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা এই কাজকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেখুন, এই কাজটি বর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

- আপনি সুস্থ ও সবল একজন মানুষ। আপনি চাইলে সারা দিন কত ইবাদত করতে পারেন! আসলে সুস্থতা অনেক বড় একটি নিয়ামত। এই নিয়ামত যারা পেয়েছে, তাদের উচিত প্রাণভরে আল্লাহর ইবাদত করা। বেহুদা কথা ও কাজে সময় বরবাদ না করা।

এভাবে সে আশেপাশের মা-বোনদের দ্বীনের পথে ডাকে। সমাজে কোনো কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়লে এ ব্যাপারে ইসলামি ম্যাগাজিনগুলোতে লেখালেখি করে। কারও কোনো ফতোয়া দরকার হলে কোনো মুফতির কাছে চিঠি লিখে

দিয়ে সহায়তা করে। কখনো বিভিন্ন ইসলামি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সমকালীন কোনো ফিতনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ফটোকপি করে সবার মাঝে বিতরণ করে।

সহজেই মানুষকে বোঝাতে পারে বলে, অনেকেই তাকে বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সমাধান করতে নিয়ে যায়। কখনো পরিবারের সদস্যদের নাসিহা করার জন্যও তার ডাক পড়ে। কেউ আঁটসাঁট জামা পরলে, সালাতে অবহেলা করলে, ঘন ঘন বাজারে গেলে মায়েরা তাকে অনুরোধ করে মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলতে।

পুণ্যময়ী নারী দাওয়াহর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে কৌশলটি ব্যবহার করেন, সেটি হলো হাদিয়া। হাদিয়া দিলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এটি দাওয়াহর ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

تَهَادُوا تَحَابُّوا

> 'তোমরা হাদিয়া বিনিময় করো, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।'[২৯]

উপহার দেওয়ার জন্য সে বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবাদি কিনে রাখে। শিশুদের জন্য রাখে সুন্দর সুন্দর ইসলামি ম্যাগাজিন, সাহাবা ও তাবিয়িনদের জীবনীবিষয়ক রচনাবলি।

---

২৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৮১।

সময়ের সদ্ব্যবহার

পুণ্যময়ী নারী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে, জীবন কিছু মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। একটু সময় পেলেই সে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে পড়ে। সংসারের কাজকর্ম করার সময়ও তার জবান আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করে।

অবসর সময়ে সে বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করে। ফিকহি মাসায়িল, হাদিস, তাফসির, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি তার প্রিয় বিষয়। স্বামীকে বলে এসব বিষয়ে অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাব সে সংগ্রহ করেছে।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সে কখনো শাইখদের বয়ান শোনে। দ্বীনি আলোচনাগুলো তার অন্তরকে বেশ নাড়া দেয়। নতুন নতুন আমল করতে সে অনুপ্রাণিত হয়।

সুযোগ পেলেই কুরআনের নতুন নতুন সুরা মুখস্থ করার চেষ্টা করে। দিনের মুখস্থকৃত অংশটুকু দিয়ে রাতে কিয়ামুল লাইলে কিরাআত পড়ে। ফলে তার হিফজ বেশ শক্ত ও মজবুত হয়।

কখনো সন্তানদের নিয়ে গোল করে বসে সাহাবিদের গল্প শোনায়, তাবিয়িদের গল্প শোনায়। ইসলামের বড় বড় মুজাহিদদের ইতিহাস তুলে ধরে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জিহাদি জীবনের উপাখ্যান শিশুদের উজ্জীবিত করে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলদের মতো ইলম-আকাশের তারকাগুলোর জীবনকাহিনি তাদেরকে দ্বীনি ইলম অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

***

গতানুগতিক গৎবাঁধা জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মা-বোনেরা বলে, 'মন ভালো নেই; সময়গুলো যেন কাটতেই চায় না।' কিন্তু পুণ্যময়ী নারীর সময়গুলো কখনোই এমন নীরস ও বিষণ্ণ হয় না। বরং বৈচিত্র্যময় কল্যাণকর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। পুরো দিন কীভাবে যে কেটে যায়, সে বুঝতেও পারে না। ইবাদত, সাংসারিক কাজকর্ম ইত্যাদির পাশাপাশি সে স্বামীর দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তার মেজাজ ও স্বভাবের দিকে লক্ষ রেখে তার খিদমত করে। তার মানসিক প্রশান্তির দিকে খুবই জোর দেয়। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে থাকে।

পরোপকার

পুণ্যময়ী নারী খুবই উদার মানসিকতার অধিকারী হয়। কারও উপকার করতে পারলে তার খুব ভালো লাগে। তাই কেউ কোনো প্রয়োজনে ছোটখাটো কোনো কিছু চাইলে সে খুশি মনে দিয়ে দেয় এবং প্রতিদানে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখে।

***

একদিন জনৈক প্রতিবেশী মহিলা তাকে এসে বলে, 'ভাবি, আপনি তো সেলাইয়ের কাজ জানেন, আমি আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই।' পুণ্যময়ী নারী রাজি হয়ে যায়। প্রতিদিন কিছু সময় তাকে সেলাইয়ের কাজ শেখায়। মেয়েটি বেশ গরিব পরিবারের। সেলাই শিখে সে ঘরে বসে বসে আয় করতে শুরু করে। ফলে তার পরিবার সচ্ছলতার মুখ দেখে।

***

প্রতিবেশী কেউ বিপদে পড়লে পুণ্যময়ী নারী সবার আগে হাজির হয়। সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করে। অসুস্থ হলে সেবা করে। কারও বাসায় মেহমান আসলে সেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেন তার নিজের ঘরেই মেহমান এসেছে। সেও গিয়ে মেহমানদারিতে শরিক হয়। কোনো কিছু প্রয়োজন হলে সরবরাহ করে। এভাবে সুখে-দুঃখে প্রতিবেশীদের পাশে থাকে। বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে প্রতিবেশীদের ঘরেও কিছু পাঠায়।

***

পাশের বাড়ির মহিলাটি এসে বলে, 'ভাবি, আমরা একটু ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, আমার ছেলেটিকে একটু আপনাদের কাছে রাখেন।'

পুণ্যময়ী নারী হেসে বলে, 'কোনো সমস্যা নেই ভাবি। আমি তাকে দেখেশুনে রাখব ইনশাআল্লাহ। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ও তো আমার নিজের ছেলের মতোই। আপনি নিশ্চিন্তে ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসুন।' প্রতিবেশী মহিলাটি ছেলেটিকে তার কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে ডাক্তারের কাছে চলে যায়।

পুণ্যময়ী নারী জানে, এই সামান্য কাজেও সে আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান পাবে। তাই এই দায়িত্ব পেয়ে সে বরং খুশিই হয়।

***

মহল্লার এক নারীর স্বামী দূরে কোথাও কাজে গেছে। এদিকে ঘরের বাজার ফুরিয়ে গেছে। সে এসেছে কিছু তরিতরকারি ও চালডালের খোঁজে। পুণ্যময়ী নারী হেসে বলে, 'সমস্যা নেই ভাবি। আপনি প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যান। আপনার স্বামী এলে শোধ করে দেবেন। আপনার সামান্য কাজে আসতে পারলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব। কিছু লাগলেই আপনার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন।'

দাওয়াহর মজলিশ

পুণ্যময়ী তরুণীর স্বামী একজন আলিম ও দায়ি। স্বামী তাকে প্রতিদিন মহল্লার নারীদের মাঝে দাওয়াহর কাজ শুরু করার কথা বলে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে সে বুঝতে পারে না।

স্বামী তাকে বলে, 'প্রতি সপ্তাহে একদিন তো খোশগল্প করার জন্য অনেক নারীই আমাদের বাড়িতে আসে। সেই খোশগল্পের বৈঠকটিকেই দাওয়াহর জন্য কাজে লাগাও।'

এই বলে স্বামী তাকে দাওয়াহর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। স্বামীর কথামতো সেও নিজেকে গুছিয়ে নেয়। কীভাবে দাওয়াত শুরু করা যায়—এটিই তার সারাক্ষণের ভাবনা। এর পরের ঘটনা তার মুখেই শুনুন।

'অবশেষে সপ্তাহের সেই দিনটি আসে—যেদিন আমরা জমায়েত হই। মেয়েরা যথারীতি খোশগল্প শুরু করে। আড্ডা-জগতের সবচেয়ে প্রিয় ফল হলো গিবত। ঘুরেফিরে এটিই মজলিশের প্রধান আকর্ষণ। বৈঠকের একপ্রান্তে বসে আমি ভাবতে থাকি। চুপিচুপি আল্লাহর কাছে দুআ করি সাহায্যের জন্য। দাওয়াতের মোক্ষম একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য ফিকির করতে থাকি। সিদ্ধান্ত নিই, সবাই চলে এলেই তবে কাজ শুরু করব।

আমি নীরবে সবার চোখের দিকে তাকাই। তাদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গে কথায় যোগ দিই। গতকাল থেকে আমি ভাবছি, পবিত্র এই আমলের কথা। কত মুবারক এই দাওয়াত! প্রিয় নবি ﷺ-এর স্মৃতিবিজড়িত এই মহান কাজ। কত কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি এই বন্ধুর পথে! দীর্ঘ তিন বছর তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন পাহাড়ের ঘাঁটিতে। পাথরে পাথরে রক্তাক্ত হয়েছেন তায়েফের মরুতে। প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি থেকে হয়েছেন

বিতাড়িত। উহুদের ময়দানে তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁর মুবারক চেহারা—শহিদ হয়েছে তাঁর দাঁত। কত বার যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। তিনি অটল অবিচল। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে যেন তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। কোনো বাধাই কাবু করতে পারেনি তাঁকে। তো আমি যদি দাওয়াত দিই আমার কি এমন কষ্ট হবে? হয়তো কেউ একটু তাচ্ছিল্য করবে কিংবা একটু হাসবে অথবা একটু কটু কথা শুনতে হবে—এটুকু আর কি!

দেখতে দেখতে এক-এক করে সব মহিলাই এসে জমায়েত হয়। আমি সবার সামনে কথা বলার জন্য মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈঠক থেকে উঠে রুমে গিয়ে একটি ছোট কাগজ নিয়ে ফিরে আসি। এটি গতকাল এলাকার মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল। জিলহজ মাসের মাসায়িল ও ফাজায়িল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এতে। একটু গলা খাকারি দিয়ে ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কম্পিত কণ্ঠে বলি :

"আগামীকাল থেকে জিলহজ মাস শুরু হবে। গতকাল মহল্লার মসজিদে এই মাসের মাসায়িল ও ফাজায়িল নিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। আমি সবাইকে সেটি পড়ে শোনাতে চাই।"

আমি ভেবেছিলাম, সবাই আশ্চর্য হয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে ফেলবে। কিন্তু তার কিছুই ঘটল না। ঘোষণা শুনে সবাই মুহূর্তেই চুপ হয়ে যায়। তাদের চোখে-মুখে আগ্রহের ছাপ। আমার ইচ্ছা ছিল খুব তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করব। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে আমি বেশ ধীরে সুস্থে প্রচারপত্রটি পড়ি। পড়া শেষ হলে এক মহিলা আশ্চর্য হয়ে বলে, "এই মাসের এত ফাজায়িল ও মাসায়িল আছে আগে জানতাম না তো! আমি ভাবতাম, শুধু হজের আমল আছে।"

এরপর আর কোনো কিছুই কঠিন মনে হয়নি। খুব দ্রুত আমি দাওয়াহর পরিবেশ গড়ে তুলি। আমার স্বামীর কথাই সত্য। নিজেকে আমার নিজের চেয়েও বেশি কিছু মনে হয়। দাওয়াহর তৃপ্তিতে ভরে যায় আমার মন। নেক

কাজ করার অনুভূতিটুকু আসলেই অপার্থিব। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে এর তুলনা হয় না। স্বামীকে যখন পুরো অবস্থা তুলে ধরি, খুশিতে তার চেহারা হাসিতে ভরে যায়। উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি তোমাকে যেমনটি ভাবি, তুমি তার চেয়েও অনেক কল্যাণময়। এখন থেকে আমার স্ত্রী মহল্লার দায়ি। (আলহামদুলিল্লাহ)"

***

দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য খুব দ্রুত আমি সবকিছু গোছাতে শুরু করি। অনেকগুলো বই—নির্বাচন করতে গিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিই, তাওহিদ দিয়েই শুরু হবে। এবার আমি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিই। ধারাবাহিক আলোচনার একটি তালিকা তৈরি করি।

এই সপ্তাহে জাদু সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার একটি আলোচনা পড়ে শোনাই। আমি যখন এই হাদিসে এসে পৌঁছাই—(مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) "যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং তার কথাকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদের ওপর নাজিলকৃত শরিয়তের সাথে কুফরি করে।"[৩০]—অনেক মহিলা আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলে। অনেকেই বলে, "এটি তো আমরা আগে জানতাম না।" তারা অনেক উৎসাহিত হয়। আমাকেও সাহস দেয়। পরবর্তী বৈঠকে আমি তাহারাত বা পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করি। অধিকাংশ মহিলা দেখি, আকিদার ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। সে হিসেবে তাহারাত ও সালাত নিয়ে তাদের জ্ঞান সন্তোষজনক।

এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আমরা দুই বার করে মজলিশের আয়োজন করতে শুরু করি। চলতে থাকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। মহল্লার মেয়েরা আগের চেয়েও বেশি উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ক্রমশ বাড়তে থাকে তাদের সংখ্যা।

একবার আমরা এক দীর্ঘ মজলিশে সমবেত হই। এতে ছোট্ট একটি বই পুরোটা আমি পড়ে শোনাই। মৃত্যুর আলোচনাসংবলিত বইটি বেশ প্রামাণ্য

---

৩০. মুসনাদু আবি দাউদ আত-তয়ালিসি : ৩৮১।

ও মর্মস্পর্শী। পড়তে পড়তে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। শ্বাসরুদ্ধকর সব আলোচনা। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রাখি—চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে অশ্রু। অবশেষে আর ধরে রাখতে পারি না নিজেকে।

কয়েক মাস এভাবে চলে যায়। আমাদের মজলিশগুলোতে আর গিবত হয় না। জিকির আর তাসবিহ পাঠের ধ্বনিতেই গুঞ্জরিত হয় প্রতিটি জমায়েত। প্রতিটি মেয়েই আপন পরিবারে এবং সমাজে একেকজন দায়ি হিসেবে আবির্ভূত হয়। আমরা আমাদের কর্মপরিধি আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিই। সপ্তাহে একদিন মাগরিবের পরে একটি দরস শুরু করি। অনেকগুলো প্রশ্ন এসে জড়ো হয় দরসে। আমি স্বামীর সহায়তায় সবগুলোর উত্তর প্রস্তুত করি। তিনি আমার কর্মতৎপরতায় এতটা অভিভূত হন যে, একদিন এই খুশিতেই আমি কেঁদে ফেলি। সিজদায় লুটিয়ে পড়ি আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ! তোমার পথে ডাকার এত সুখ এত আনন্দ—আমি কোনো দিনও ভাবতে পারিনি।

একদিন স্বামী আমাকে বলেন, "তুমি এই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ, তাই না?" আমি বলি, "অনেক আশ্চর্য হয়েছি।" তিনি বলেন, "আসলে সব মানুষই দ্বীনি ফিতরতের ওপর জন্ম নেয়। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের ভুল পথে নিয়ে যায়। যখনই ফিতরতের আহ্বান সে পায়, দ্রুত সাড়া দেয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন করতে দাও—"তোমার দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেছে?" আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলি, "নাহ! অনেক দায়িত্ব পড়ে আছে সামনে। মহল্লার প্রতিটি মেয়েকেও আমি দায়ি হিসেবে গড়ে তুলব ইন-শা-আল্লাহ।" স্বামীর চেহারায় অপার্থিব পুলকের দীপ্তি। তিনি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "শুরু করো কাজ—শুরু করো।'"

জান্নাতের পুঁজি

পুণ্যময়ী নারীর অন্তরজুড়ে আছে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। প্রিয়তম জীবনসাথির সন্তুষ্টিই তার ধ্যানজ্ঞান। সব সময় সে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে, এটিই তার দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের জামিন। কারণ সে জানে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে নারী মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩১]

অপর হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাদানের সওম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, স্বামীর অনুগত থাকে—তাকে বলা হবে, "যে দরোজা দিয়ে চাও, জান্নাতে প্রবেশ করো।"'[৩২]

তিনি আরও বলেন :

«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

---

৩১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪।
৩২. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৬১।

'আমি যদি কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করতে।'[৩৩]

পুণ্যময়ী নারী স্বামীর মর্যাদা ও হক সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। তাই সে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের পথ সুগম করার চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে, নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ স্বামীর সন্তুষ্টি।

৩৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫২, সুনানুত তিরমিজি : ১১৫৯।

মৃতের গোসল

এক কান দুই কান করে সবার কাছে পৌঁছে যায় প্রতিবেশীর বিপদের কথা। গতকাল সন্ধ্যায় তার মা ইনতিকাল করেছেন। ফজরের সালাতের পর এক যুবক গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে—জানতে চায় মরহুমার জানাজা কবে হবে?

দুচোখভরা হতাশা নিয়ে সে বলে, 'গোসল দেবে এমন কাউকে এখনো পাইনি!'

সমস্যার ভয়াবহতায় সকলে হতভম্ব! সবাই বলাবলি করতে থাকে, 'মুসলিমদের বাড়িঘরে মাইয়িতকে গোসল দিতে পারে এমন কোনো মহিলা কি নেই?'

সবার মুখে মুখে এই হতবুদ্ধিকর খবরের আলোচনা—তিক্ত এই বাস্তবতার চর্চা!

কী আশ্চর্য! একজন মুসলিম মহিলা ইনতিকাল করল—এদিকে তাকে গোসল দেওয়ার মতো কোনো মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত কথাটি গিয়ে পড়ে এক পুণ্যময়ী নারীর কানে। সে তার আলিম স্বামীকে বলে, 'আপনি আমাকে গোসলের নিয়ম শিখিয়ে দিন।'

আলিম স্বামী তাকে গোসল করানোর নিয়মকানুন শিখিয়ে দেয়—কীভাবে গোসল দিতে হয়? কোন কোন বিষয় জরুরি? গোসলের শর্ত কী কী?

কোমর বেঁধে নেমে পড়ে পুণ্যময়ী নারী। দক্ষ হাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে সব কাজ।

মহল্লার সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই।

এদিকে পুণ্যময়ী নারী এলাকার বয়স্কা মহিলাদেরকে মৃতের গোসলের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। শেখার ও শেখানোর এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। পার্শ্ববর্তী মহল্লায়ও ছড়িয়ে পড়ে কল্যাণের এই ধারা। দেখতে দেখতে এই কাজের জন্য তৈরি হয়ে যায় অনেক মহিলা। কোনো কোনো এলাকায় তো দশজনেরও অধিক মহিলা দক্ষ হয়ে ওঠে এই কাজে।

অনেক গ্রাম ও শহর এমন রয়েছে, যেখানে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

নফল সওম

পুণ্যময়ী নারী নিয়মিত নফল সওম পালন করে। রমাদানের সওম কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে দেরি না করে সেগুলো কাজা আদায় করে নেয়। পরিবার ও প্রতিবেশীদেরকেও এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে। সে আইয়ামে বিজ, আশুরা ও আরাফার দিন রোজা রাখে।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

'আমার বন্ধু (রাসুলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা, চাশতের সময় দুই রাকআত সালাত পড়া এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ে নেওয়া।'[৩৪]

সহিহ বুখারির অপর একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

'প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা সারা বছর রোজা রাখার সমান।'[৩৫]

মাসের কোন তিন দিন রোজা রাখবে, এই সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের কথা উল্লেখ আছে। এই দিনগুলোকে আইয়ামে বিজ বলা হয়। আবার অনির্দিষ্টভাবে যেকোনো তিন দিন রোজা রাখার কথাও

৩৪. সহিহুল বুখারি : ১৯৮১।
৩৫. সহিহুল বুখারি : ১৯৭৯।

হাদিসে এসেছে।[৩৬]

সহিহ মুসলিমে এসেছে, সাইয়িদুনা আবু কাতাদা ﷺ আরাফাতের দিনের রোজা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

'এটি বিগত ও চলমান বছরের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।'[৩৭]

সহিহ বুখারিতে এসেছে, সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন :

صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

'নবিজি ﷺ আশুরার দিন রোজা রেখেছেন এবং সাহাবিদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৩৮]

নফল সওমের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো শাওয়ালের ছয় রোজা। সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

'যে ব্যক্তি রমাদানের রোজা রাখল, তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল।'[৩৯]

---

৩৬. সহিহ মুসলিম : ১১৬০।
৩৭. সহিহ মুসলিম : ১১৬২।
৩৮. সহিহুল বুখারি : ১৮৯২।
৩৯. সহিহ মুসলিম : ১১৬৪।

প্রজন্মের বিকাশ

শিক্ষকতা পেশা দাওয়াহর একটি শক্তিশালী অঙ্গন। কারণ এতগুলো ছাত্রীকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক জায়গায় পাওয়া যায়। এই সুযোগ সাধারণভাবে তৈরি করা বড়ই কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই পুণ্যময়ী নারী এই অঙ্গনে খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশুদের পাঠদান করতে গিয়ে সে তাদের মনে চারিয়ে দেয় বিভিন্ন দ্বীনি আহকাম ও মূল্যবোধ।

পুণ্যময়ী নারী একটি ক্লাসে শিশুদের গণিত পড়ান। তিনি প্রশ্নের আড়ালেও শিশুদের নাসিহা পেশ করেন। তার কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা :

- 'হাসান ফজরের সালাতে ২ রাকআত ফরজ পড়ে, জোহরের সালাতে ৪ রাকআত, আসরের সালাতে ৪ রাকআত, মাগরিবের সালাতে ৩ রাকআত এবং ইশার সালাতে ৪ রাকআত ফরজ পড়ে। সে একদিনে মোট কত রাকআত ফরজ সালাত আদায় করে?'

- 'গান শোনার ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে আব্দুল্লাহ তাওবা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার প্রথম ড্রয়ার খুলে ১৩টি গানের ক্যাসেট পায়, দ্বিতীয় ড্রয়ার খুলে ১৫টি গানের ক্যাসেট পায় এবং তৃতীয় ড্রয়ার খুলে ১৮টি গানের ক্যাসেট পায়। সে মোট কয়টি হারাম ক্যাসেট থেকে তার ড্রয়ারকে পবিত্র করে?'

পুণ্যময়ী নারী প্রতিদিন ইংরেজি ক্লাস শুরু করে একটি হাদিস দিয়ে, যেটি সে ইংরেজি অনুবাদসহ চিরকুটে লিখে নিয়ে আসে। বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে গিয়ে সে আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও কুদরত নিয়ে কথা বলে।

এভাবে পুণ্যময়ী শিক্ষিকারা তাদের পেশাকে দাওয়াহর একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

কল্যাণের আসর

মহিলাদের একটি মজলিশে একসময় প্রচুর গিবত হতো। পুণ্যময়ী নারী বুদ্ধি করে দেয়ালে একটি ছোট্ট কার্ড ঝুলিয়ে দেয়, সেখানে লেখা ছিল :

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾

'তোমাদের কেউ যেন কারও গিবত না করে।'[৪০]

প্রথম প্রথম যে-ই এটি দেখত, বিস্ময়ে হাসি গোপন করত। কার্ডটি যেন সবাইকে বলছে, 'সাবধান! গিবত করো না।'

যখনই কোনো মহিলা কথা বলতে বলতে অন্যের বদনাম করা শুরু করত, সবাই কার্ডটির দিকে তাকাত। ফলে মহিলাটিও লজ্জায় কথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিত। ধীরে ধীরে মজলিশটি গিবত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়।

***

পুণ্যময়ী নারী যে বৈঠকেই থাকে, সেখানেই কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে। মহিলারা দুনিয়াবি আলোচনা শুরু করলে সে কৌশলে কথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে কোনো সাহাবিয়ার কাহিনি বলতে শুরু করে। কথায় কথায় সবাইকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা শুরু করে। পুণ্যময়ী নারীর কথা বলার ভঙ্গিমাও খুব সুন্দর। ইখলাসের সঙ্গে নাসিহা করার কারণে তার কথা সবার অন্তরে খুবই প্রভাব ফেলে। চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগেও যারা বিভিন্ন দুনিয়াবি আলোচনা করে হাসাহাসি করছিল,

---

৪০. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

তারাও আখিরাতের চিন্তায় পেরেশান হয়ে ওঠে। অনেকে মজলিশে বসেই জিকির করে।

***

কল্যাণময়ী নারী কারও অভদ্র আচরণের জবাব অভদ্র ভাষায় দেয় না। একবার জনৈক প্রতিবেশী মহিলা তার সঙ্গে বেশ বাজে ব্যবহার করে। সে শান্ত কণ্ঠে বলে, 'ভাবি, আমি দুঃখিত। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনার কাছ থেকে এমন আচরণ আমি আশা করিনি। একদিন আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। আমি আজ আপনার কোনো কথার উত্তর দেবো না।' এভাবে পুণ্যময়ী সবর করে।

ঠিক তা-ই ঘটে। মহিলাটি পরে এসে তার কাছে ক্ষমা চায়। বলে, 'সেদিন আমার মেজাজ খারাপ হয়েছিল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' পুণ্যময়ী নারী হাসিমুখে ক্ষমা করে দেয়।

কত নারী কথায় কথায় বাকবিতণ্ডা শুরু করে। কথা কাটাকাটি থেকে চুলাচুলি পর্যন্ত হয়। কোনো মুসলিম নারী এমন আচরণ করতে পারে না। নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয় একজন পুণ্যময়ী নারীর অলংকার।

***

পুণ্যময়ী নারী শুনতে পায় জনৈক মহিলা তার গিবত করে। শুনে তার খানিকটা মন খারাপ হয়। একদিন সেই মহিলাটির জনৈক আত্মীয়া তার কাছে বেড়াতে আসে। পুণ্যময়ী নারী মনখুলে সেই গিবতকারী মহিলাটির সুন্দর গুণগুলোর প্রশংসা করে। আত্মীয়া গিয়ে মহিলাটির কাছে সব খুলে বলে। সে খুব লজ্জিত হয়। আমি যার নিন্দা করছি, সে এভাবে আমার প্রশংসা করেছে। এরপর আর কোনো দিন সে তার গিবত করেনি।

তাওহিদের আজান

পুণ্যময়ী নারী খবর পায়, তার মহল্লার কয়েকজন নারী মাজারে যায়; বাবার নামে মান্নত করে। বুজুর্গদের ব্যাপারে নানান অপবিশ্বাস লালন করে, যা তাওহিদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সে তার স্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করে। স্বামী বলে, 'আগে তো আমাদের এলাকায় এই ফিতনা ছিল না; হঠাৎ এই আজাব কীভাবে শুরু হয়ে গেল! যেভাবেই হোক এই শিরকের দরোজা বন্ধ করতে হবে। নইলে আমাদের মহল্লা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

স্বামী গিয়ে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি পরামর্শ দেন, 'আপনার বাড়িতে অমুক শাইখকে দাওয়াত দিন। তিনি এসে বয়ান করবেন। আর অন্দর মহলে বসে নারীরা শুনবে। শিরকে লিপ্ত ওই নারীদেরকেও আপনার বাড়িতে নিয়ে আসুন। শাইখ একজন অভিজ্ঞ দায়ি ইলাল্লাহ। অনেক দূরদূরান্তে গিয়েও তিনি মানুষকে তাওহিদের পথে ডাকেন। তার হাতে অনেক মাজারপূজারি হিদায়াত লাভ করেছেন। আমি তাকে ফোন করে সময় নিচ্ছি। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রস্তুতি নিন।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনই পরামর্শ করে একটি ছোটখাটো ভোজের আয়োজন করে। মাজারভক্ত ওই নারীদেরও বিশেষভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়। তারাও খুশি হয়ে দাওয়াত কবুল করে।

সিদ্ধান্ত হয়, জোহরের সালাত পড়ে সবাই ঘণ্টাখানেক শাইখের বয়ান শুনবে। তারপর দুপুরের খাবার খাবে। যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে মহল্লার মহিলারা সমবেত হয় পুণ্যময়ী নারীর বাড়িতে। সে সবাইকে হাসিমুখে স্বাগত জানায়। মাজারভক্ত ওই নারীরাও আসে। সে তাদের বিশেষভাবে খাতির করে।

জোহরের সালাতের পর যথারীতি শাইখের বয়ান শুরু হয়। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাওহিদের গুরুত্ব এবং শিরকের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। এমন হৃদয়গ্রাহী নাসিহা শুনে মহিলারা তাওহিদ ও শিরক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন কুসংস্কার ও শিরকি ধ্যানধারণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। বিশেষ করে মাজার সম্পর্কে শাইখ বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে মাজারভক্ত নারীদের চোখ খুলে যায়। তারা কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে।

শাইখ মহল্লার নারীদের জন্য তাওহিদ ও শিরকবিষয়ক অনেকগুলো বই সঙ্গে নিয়ে আসেন। ইমাম সাহেবকে দায়িত্ব দেন বইগুলো মহল্লার নারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। শাইখের এই দাওয়াতি সফর পুরো এলাকায় এক আশ্চর্য প্রভাব ফেলে। একজন কল্যাণময়ী নারীর সামান্য ফিকির কত বড় একটি পরিবর্তনের সূচনা করে!

জীবনসাথি

পুণ্যময়ী সেদিন মায়ের মুখে শোনে, আব্বা তার জন্য সম্বন্ধ খুঁজছেন। চমকে ওঠে সে। মনে মনে আল্লাহর কাছে দুআ করে। আল্লাহ যেন তাকে একজন দ্বীনদার পরহেজগার জীবনসাথি দান করেন, যে জান্নাতের পথে তার সাথি হবে।

যখনই কোনো প্রস্তাব আসে, সে যাচাই করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দেওয়া কষ্টিপাথরে। আর তা হলো এই হাদিসটি :

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

'যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। অন্যথায় পৃথিবীতে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।'[৪১]

একটি ছোট্ট চিরকুটে এই হাদিসটি লিখে সে চুপিচুপি তার বাবার টেবিলে রেখে আসে। বাবা মেয়ের এই চিরকুট পেয়ে প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হন। তিনিও একটি ছোট্ট চিরকুট লিখে তার টেবিলে রেখে দেন। সে পড়ে দেখে, বাবা লিখেছেন :

'আমার ছোট্ট খুকি! প্রিয় নবির এই হাদিসটি আমি কখনো বিস্মৃত হইনি।'

৪১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৬৭।

আল্লাহর রহমতে পুণ্যময়ী তরুণীর মনের আশা পূরণ হয়। আল্লাহ তাকে একজন দ্বীনদার পরহেজগার জীবনসাথি দান করেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বড়ই মেহেরবান। যারা ইখলাসের সঙ্গে তাঁর কাছে দুআ করে, তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন না।

তোমাকে বলছি...

কত মুসলিম নারী আজ গাফিলতির মরণঘুমে অচেতন। কল্যাণের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না তাদের কাজকর্মে, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে। তাদের চিন্তাজুড়ে থাকে অর্থহীন ফ্যাশন ও লৌকিকতা। তুচ্ছ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতাই যেন তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য!

প্রিয় বোন!

কুরআনের এই আয়াত কি তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যায় না—

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

> 'তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না?'[৪২]

আমার বোন!

কুরআনের এই আয়াতগুলো কি তোমার হৃদয়ে সাড়া জাগায় না?

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

> 'মানুষ কি মনে করে, আমরা ইমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?'[৪৩]

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

---

৪২. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৫।
৪৩. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ২।

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে সবর করেছে, তা যাচাই করার আগেই কি তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে মনে করছ?'[৪৪]

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾

'আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও সবরকারীদের বেছে নিই এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করি।'[৪৫]

আমার মুসলিম বোন!

এই হাদিসটি একটু মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করো। সুনানে তিরমিজিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানের পা তার রবের সামনে থেকে সরবে না :

১. তার জীবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?

২. যৌবন কোথায় নিঃশেষ করেছে?

৩. সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছে?

৪. অর্জিত সম্পদ কোথায় খরচ করেছে?

৫. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?'[৪৬]

---

৪৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪২।

৪৫. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩১।

৪৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৬।

আমার বোন!

দুনিয়ার ব্যাপারে তুমি কত সচেতন! শরীরের রূপ-সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য তুমি কতটা সচেষ্ট! সুন্দর জামা-কাপড়ের জন্য তুমি কতটা লালায়িত! ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য তুমি এতটা তৎপর; চিরস্থায়ী জান্নাতের জন্য তোমার প্রস্তুতি কই?

প্রিয় বোন!

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আখিরাতের কাফেলা সুখময় জান্নাত পানে—যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান। এদিকে আলস্য ও জড়তা তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তুমি দিনদিন পিছিয়ে পড়ছ। তুমি আমল জড়ো করার পরিবর্তে কৈফিয়তের পাহাড় গড়ে তুলছ। 'আজ নয় কাল'—এই স্লোগান তুলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছ দুনিয়ার অন্তহীন মরুতে।

তুমি যে অজুহাত দাঁড় করাচ্ছ, কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে কি আল্লাহর সামনে তোমার এই অজুহাত কোনো কাজে আসবে?

সেই পুণ্যময়ী বোনটির দিকে দেখো, যে তোমাদের অনেককে ছাড়িয়ে গেছে। ইমান ও আমলের ময়দানে তার সচেষ্ট পদচারণা তাকে কতটা আলোকিত করে তুলেছে। সুখময় জান্নাতের পানে সে কতটা এগিয়ে গেছে। তার সামনে জ্বলজ্বল করছে মহান রবের মহিমান্বিত আয়াত—

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

'যে মুমিন আখিরাত কামনা করে এবং আখিরাতের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের এই প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে।'[৪৭]

৪৭. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ১৯।

বোন আমার!

অনেক গাফিলতি হয়ে গেছে। নিজের সঙ্গে অনেক অবিচার করা হয়েছে। আর নয়। এবার শেষ হোক এই দুর্ভাগ্যের রাত। তোমাদের জীবন-প্রান্তরে নেমে আসুক ভোরের সোনালি আলো। ভাগ্যবানদের কাফেলায় তুমিও শামিল হও।

এসো...

গ্রহণ করো এই পুষ্পিত সওগাত—এগিয়ে এসো কল্যাণের পথে; হাতে নাও কোনো কল্যাণপ্রকল্প। জান্নাতের পুঁজি সংগ্রহের এই ভর মৌসুমে তুমি আর ঘুমিয়ে থেকো না।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে দৃঢ় মনোবল ও কঠিন সংকল্পের অধিকারী বানান। তোমার হৃদয়ে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। উভয় জাহানে তোমাকে কামিয়াব করুন।

শেষের কথা

আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৪৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تُنْظَرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

'সাতটি অবস্থা আসার পূর্বেই দ্রুত আমল করে নাও : তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়? না এমন প্রাচুর্যের, যা তোমাদেরকে নাফরমান বানিয়ে দেয়? না এমন রোগের, যা তোমাদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে? না এমন বার্ধক্যের, যা জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত করে? না এমন মৃত্যুর, যা আকস্মিক আক্রমণ করে? না দাজ্জালের অপেক্ষা করছ, যত গাইবের অপেক্ষা করা হয় তার

৪৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬১।

মধ্যে দাজ্জালই সর্বাধিক নিকৃষ্ট গাইব, না বিভীষিকাময় ও তিক্ত কিয়ামতের?'[৪৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'তাওবা শুধু গুনাহ ও নাফরমানির জন্য নয়, যেমনটি কিছু মূর্খ লোক মনে করে। তারা ভাবে, তাওবা কেবল অন্যায় ও পাপাচারের কারণে করতে হয়। অথচ আল্লাহর নির্দেশিত নেক কাজ পরিত্যাগের তাওবা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার তাওবার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

৪৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩০৬।

মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ।' দাওয়াহর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়, সমাজ সংহত ও সংশোধিত হয়। আর দাওয়াহ ইলাল্লাহ ও দ্বীনের প্রসারে মুসলিম নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ নারী হলো পুরুষের জননী—বীর গড়ার কারিগর। নারীর হাতেই তরবিয়ত লাভ করে গোটা প্রজন্ম। মানবকল্যাণে রয়েছে তার নির্ধারিত অংশ; দাওয়াহর অঙ্গনেও তার পদচারণা অনিবার্য। তার চেষ্টা ও সাধনার জলসিঞ্চনে মাথা তোলে উম্মাহর প্রত্যাশার অঙ্কুর—জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সুখ ও সমৃদ্ধির আলোকিত ভোর।

এমন মুসলিম বোনদের জন্যই আমরা আমলের খেত থেকে সংগ্রহ করেছি অনেকগুলো শিষ; যেখান থেকে তারা ফুল-ফসল সংগ্রহ করবে। এই সবুজ ফসল তাদেরই কোনো বোনই চাষ করেছে পরম মমতায়। এই পুষ্পিত সওগাত মূলত নেককার নারীদের পুণ্যবতী উত্তরসূরিদের জন্য দাওয়াহ-প্রকল্পের নমুনা, যারা আখিরাতের রাজপথে যাত্রা করেছে এবং জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ এই প্রকল্পগুলো মুসলিম বোনদের হৃদয়ে আমলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাবে।...